ফুলবাড়ীর রাজনীতি

মাহমুদুর রহমান

ফুলবাড়ীর রাজনীতি

মাহমুদুর রহমান

বুকমাস্টার

www.pathagar.com

ফুলবাড়ীর রাজনীতি
মাহমুদুর রহমান

প্রকাশক
আহমদ হোসেন মানিক
বুকমাস্টার, ৮৬ পুরানা পল্টন লেন
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন ৯৩৪৪২৩০

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৮

গ্রন্থস্বত্ব
ফিরোজা মাহমুদ

প্রচ্ছদ
ফরিদী নুমান

মুদ্রণ
দি প্রিন্টমাস্টার

মূল্য
পঁচিশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ২/৮ স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
বাঙলায়ন, ৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
আহসান পাবলিকেশন, কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা
ঢাকা বুক কর্ণার, ৬০/ডি পুরানা পল্টন, ঢাকা

Fulbarir Rajniti by Mahmudur Rahman, Published by Ahmed Hossain Manik
Bookmaster, 86 Purana Paltan Lane, Dhaka 1000. First Publication February 2008
Price : Tk.25.00 US$1.00

www.pathagar.com

ফুলবাড়ীর রাজনীতি / ৭-২৯
ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপ সংযোগের নেপথ্যে / ৩০-৩৬

www.pathagar.com

মাহমুদুর রহমানের প্রকাশিত গ্রন্থ

জাতির পিতা, নার্সিসাস সিনড্রোম এবং অন্যান্য (২০০৭)

ফুলবাড়ীর রাজনীতি (২০০৮)

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

চারদলীয় জোট সরকার শাসনামলের শেষ ষোল মাস আমাকে খনিজসম্পদ এবং জ্বালানি মন্ত্রণালয় পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। জুন ২০০৫ থেকে অক্টোবর ২০০৬ এ স্বল্প সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের কাজকর্মে এক প্রকার শৃঙ্খলা আনয়ন ছাড়াও জনগণের স্বার্থে বাংলাদেশের জ্বালানিসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলাম। পদক্ষেপসমূহের মধ্যে একটি ছিল দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে আবিষ্কৃত কয়লাখনি উন্নয়নের জন্য একটি বিদেশী কোম্পানির সঙ্গে ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার যে চুক্তি করেছিল তার পুনর্মূল্যায়ন এবং নতুন করে দরকষাকষির প্রচেষ্টা গ্রহণ। যে কোনো দেশের একটি বৈধ সরকার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোন চুক্তি সম্পাদন করলে পরবর্তী সরকার কর্তৃক তার পরিবর্তন, পুনর্মূল্যায়ন কিংবা বাতিলকরণ একটি জটিল আইনী প্রক্রিয়া। এখানে রাষ্ট্রের ধারাবাহিকতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, ভাবমূর্তি এবং আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার বিষয় জড়িত রয়েছে। আগেই বলেছি অতি স্বল্প সময়ের জন্য আমি জ্বালানি উপদেষ্টার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলাম। আমার পক্ষে সহজতম উপায় ছিল এই জটিল বিষয়টিকে এড়িয়ে মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কাজে মনোনিবেশ করে ষোলটি মাস পার করে দেয়া। আমার পূর্বে বিভিন্ন সরকারের সময় যারা দায়িত্বে ছিলেন তারা এ পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন। বিবেচনা করলাম যেহেতু আমি রাজনীতিবিদ নই এবং কোনোরকম রাজনৈতিক অভিলাষও লালন করি না কাজেই জনগণের স্বার্থরক্ষার এ সুযোগটি গ্রহণ করা আমার নৈতিক দায়িত্ব। এ চিন্তাভাবনা থেকেই চুক্তির জাতীয় স্বার্থবিরোধী ধারাসমূহের তথ্য সংবাদ মাধ্যমকে অবহিত করলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম যে ভবিষ্যতে এ ধরনের একপেশে চুক্তিতে উপনীত হওয়ার সুযোগ রহিত করবার জন্যে একটি জাতীয় কয়লানীতি প্রণয়ন করা আবশ্যক। আমি প্রত্যাশা করেছিলাম যে সরকারের এ সৎ প্রচেষ্টায় দলীয় রাজনীতি কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। কিন্তু বিধি বাম। জাতীয় সম্পদ নিয়ে আমি রাজনীতি করতে না চাইলে কি হবে এক শ্রেণীর ব্যক্তি আমাদের দেশে আছেন, যারা এ ধরনের সুযোগের অপেক্ষাতেই থাকেন। কোনো কারণ ব্যতীতই কয়লানীতি প্রণয়ন কার্যক্রমে বিরোধিতা করা হলো, অর্ধসত্য এবং বিকৃত তথ্য সরবরাহ করে ফুলবাড়ীর সরল অধিবাসীদের বিভ্রান্ত করে তাদের এমন জঙ্গী আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়া হলো যার পরিণামে দুঃখজনকভাবে অনেকগুলো অমূল্য প্রাণহানি ঘটল।

ফুলবাড়ী ট্র্যাজেডির দেড় বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। আন্দোলনের হোতারা এ দীর্ঘ সময় ধরে পূর্বের মতই অর্ধসত্যের প্রচারণা চালিয়ে গেছেন এবং নিজেদেরকে সাফল্যজনকভাবে আপন যোগ্যতার চেয়ে উচ্চতর মর্যাদায় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু, প্রকৃত ঘটনার বিষয়ে জনগণ চিরকাল অন্ধকারেই থেকে যাবে এটি অভিপ্রেত নয়। মহান আল্লাহতায়ালাও পবিত্র কোরআন শরীফে বলেছেন যে তোমরা সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশ্রিত করো না এবং সত্য জেনেশুনে গোপন করো না। রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় যে নৈতিক বিবেচনায় এশিয়া এনার্জির সঙ্গে সরকারের চুক্তির বিষয়টি জনগণের কাছে উন্মোচিত করেছিলাম একই বিবেচনায় এবার ফুলবাড়ীর রাজনীতির প্রকৃত কাহিনী প্রকাশ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এশিয়া এনার্জি নিয়ে বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলে আসছে। আশা করব ভবিষ্যতের বিতর্ক শুধু শোনা কথার উপর ভিত্তি না করে তথ্যভিত্তিক হবে। সাম্রাজ্যবাদ এবং আধিপত্যবাদ বিরোধী লড়াই-সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন দেয়ার আগে সাহসী মানুষগুলো তাদের এত বড় আত্মত্যাগের পিছনের আদর্শিক লক্ষ্যটি অন্তত জানতে ও বুঝতে পারবেন।

বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হলেও মহান আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ দান করেছেন। সে সম্পদ রক্ষা করার জন্যে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা আবশ্যক। জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহকে অন্ততঃ দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। আর সময়ক্ষেপণ না করে আসুন সে লক্ষ্যে আমরা এখনই কাজ শুরু করি।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

মাহমুদুর রহমান
mahmudurart@yahoo.com

www.pathagar.com

ফুলবাড়ীর রাজনীতি

এক.

লেখালেখি করব এমন ইচ্ছা কস্মিনকালেও মনে উদয় হয়নি। ভাবতাম এসব কাজের জন্য যে বিশেষ মেধা এবং সৃজনশীলতার প্রয়োজন সেটি আমার মধ্যে অনুপস্থিত। অনেকটা বর্তমান সরকারের উপদেষ্টাদের মতোই ভাগ্যগুণে প্রাপ্ত ক্ষমতা থেকে বিদায় নিলাম ২০০৬ সালের অক্টোবরে। বিদায়ের দিনে ঢাকার রাস্তায় বর্বর এবং অকারণ হত্যাকাণ্ডে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম। সেদিনের নৃশংসতায় আমার কাছের কিংবা দূরের কোনো আপনজন অথবা কোনো পরিচিত ব্যক্তিই নিহত হননি। তবে অন্যের কষ্টে ব্যথা পাই বলেই তো আমরা নিজেদের মানুষ বলে দাবি করতে পারি। নইলে হিংস্র, চতুষ্পদ প্রাণী হতে বাধা ছিল কোথায় ? পরবর্তী সাত দিন ধরে পত্রপত্রিকার পাতা উল্টিয়ে বিস্মিত হলাম। মনে হলো একতরফা সাংবাদিকতা এবং তথ্য বিকৃতিসম্পন্ন লেখালেখিতেও দুর্নীতির মতোই বাংলাদেশের অনায়াসে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া উচিত। অবাক হয়ে দেখলাম যারা এ চরম নিন্দনীয় ঘটনার পরিকল্পনাকারী ও সক্রিয় অংশগ্রহণকারী তারাই আবার তৎকালীন সরকারের কাছে ঘটনার জন্য বিচার দাবি করছেন। এদিকে আমাদের জবাবদিহিতাশূন্য সংবাদমাধ্যম নিঃসঙ্কোচে প্রকৃত অপরাধীদের শুধু যে পক্ষাবলম্বন করছে তাই নয় অধিকন্তু সহিংসতা অব্যাহত রাখার জন্য নিজ নিজ রাজনৈতিক অনুরাগ অনুযায়ী উস্কানিমূলক সংবাদ পরিবেশনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। প্রতিবাদ করার একটি তাগিদ অনুভব করতে আরম্ভ করলাম। সমস্যা বাধল অন্যখানে। মেঘে মেঘে এদিকে যে আবার প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে পা দিয়ে ফেলেছি। বয়সের দ্বিধা বা লজ্জা যা-ই বলুন সেটি কাটতে চায় না কিছুতেই। এমন সময় হাতে এলো নীরদচন্দ্র চৌধুরীর বিতর্কিত গ্রন্থ 'আত্মঘাতী বাঙালী'। ওই গ্রন্থেই জানলাম নীরদ চৌধুরী আমার চেয়েও পরিণত বয়সেই লেখালেখি শুরু করেছেন। তার প্রথম বাংলা বই 'বাঙালী জীবনে রমণী' ছাপা হয়েছিল ১৯৬৮ সালে যখন মি. চৌধুরীর বয়স ৭১ বছর। অবশ্য তার আগেই 'The Autobiography of an Unknown Indian' নামক ইংরেজি গ্রন্থটি তিনি লিখে ফেলেছেন ৫৪ বছর বয়সে। এই তথ্য জানার সাথে সাথেই কেটে গেল বয়সের সঙ্কোচ। তারপর ভাবতে বসলাম বিষয় নির্বাচন নিয়ে। সরকারি কাজকর্ম নিয়ে লিখলে অবধারিতভাবে আপন প্রসঙ্গ চলে আসবে। নির্মোহ এবং পক্ষপাতশূন্যভাবে নিজের কাজের সাফল্য-ব্যর্থতা নিরূপণ করা অতিশয় কঠিন। এ কারণেই বিগত দিনে লেখার বিষয় নির্বাচনে অনেকটা সচেতনভাবেই বিনিয়োগ বোর্ড এবং জ্বালানি মন্ত্রণালয়কে উপেক্ষা করার চেষ্টা করেছি। এতদিনের লেখালেখিতে প্রধানত বর্তমান সাংবিধানিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ সরকারের হিমালয় পর্বতসমান ভুলগুলো সম্পর্কে ক্ষমতাসীন মহল ও দেশবাসীকে সচেতন করার চেষ্টা করেছি।

www.pathagar.com

জ্ঞানপাপীদের বিষয়ে বলতে পারব না তবে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অস্বাভাবিক সরকার সম্পর্কে বোধহয় মোহভঙ্গ হয়েছে। সে কারণেই আগের নেয়া সিদ্ধান্ত পাল্টে আমার সরকারি দায়িত্ব পালনকালীন অন্তত কয়েকটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেখার মনস্থ করেছি। জোট সরকারের আমলে এবং পরবর্তী সময়েও বেশ কয়েকজন রাজনীতিবিদ এবং কলাম লেখক এসব বিষয়ে সত্য-অসত্য তথ্য মিলিয়ে যেসব লেখা পরিবেশন করেছেন তাতে জনগণ ব্যাপক বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। এ বিভ্রান্তি অব্যাহত থাকলে দীর্ঘমেয়াদে জাতির বৃহত্তর স্বার্থ তো রক্ষিত হবেই না বরং বাংলাদেশের অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। দীর্ঘ পাঁচ বছর সরকারের দু'টি দায়িত্ব (একটির ক্ষেত্রে ষোল মাস) আমার সীমিত জ্ঞান, দক্ষতা এবং নির্ভেজাল সততা ও নৈতিকতার জোরে প্রতিপালনের চেষ্টা করেছি। দায়িত্ব পালনকালীন আমার আয়ত্তাধীন যে চারটি বিষয়ে জনমনে প্রচুর কৌতূহল এবং বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল সে বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য ক্রমান্বয়ে জাতির সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। বিষয় চারটি হলো - ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প, নাইকোর চুক্তি, টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাব এবং মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্রের বিপর্যয়। প্রত্যাশা করব এরপর অন্তত যেসব 'বিশেষজ্ঞ' এ বিষয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করবেন তাদের বক্তব্য কিংবা লেখালেখি তথ্যভিত্তিক হবে। বর্তমান নিবন্ধ লেখা ফুলবাড়ী তথা এশিয়া এনার্জিকে নিয়ে।

একটি দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে কিছুটা আকস্মিকভাবেই আমার ওপর জ্বালানি বিভাগের উপদেষ্টার দায়িত্ব অর্পিত হয়। কানাডীয় গ্যাস কোম্পানি নাইকোর কাছ থেকে তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে একটি বিলাসবহুল গাড়ি গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানি বাপেক্সের মাধ্যমে গ্রহণ করেন। বিষয়টি এমন নয় যে, তিনি ঘুষ হিসেবে দামী গাড়িটি গ্রহণ করেছিলেন কারণ গাড়ির মালিকানা রাষ্ট্রীয় কোম্পানি বাপেক্সের নামেই ছিল। তবে যে পন্থায় তিনি গাড়িটি নিয়েছিলেন এবং যে উদ্দেশ্যে নিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে অনৈতিক ছিল এবং সঙ্গতকারণেই পত্রপত্রিকায় ওই সময় এ নিয়ে নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এ কে এম মোশাররফ হোসেন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং অত্যন্ত কঠিন সময়ে দেশের জ্বালানির দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত হয়। দায়িত্ব গ্রহণ করেই আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বরত অবস্থায় ওই মন্ত্রণালয়ের কিংবা মন্ত্রণালয়ভুক্ত কোনো অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের কোনো গাড়ি আমি সরকারি কিংবা ব্যক্তিগত কাজে একদিনের জন্যেও ব্যবহার করব না। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে এ সিদ্ধান্ত আমার দায়িত্বের ষোল মাসে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই প্রতিপালন করতে পেরেছিলাম। বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যানের জন্যে নির্দিষ্ট দু'টি গাড়ির মধ্যে শুধু একটিই সরকারি চাকরির পাঁচ বছর ধরে ব্যবহার করেছি। অন্যটি আমার সহকর্মীদের ব্যবহারের জন্য দিয়েছিলাম। যেহেতু অপয়া এক গাড়ি ব্যবহারের লোভ সংবরণ করতে না পেরেই আমার পূর্বসূরি তার চেয়ারটি হারিয়েছিলেন সে কারণেই গাড়ি সংক্রান্ত আমার এ দীর্ঘ কৈফিয়ত। নিবন্ধের মূল প্রসঙ্গ যে সরকারি গাড়ি নয় সেটি আগেই উল্লেখ করেছি। আমার দায়িত্ব গ্রহণের সময় দেশে গ্যাসের তীব্র সঙ্কট চলছিল। সে সঙ্কটকালীন প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল নতুন উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের অসন্তুষ্টির বিষয়ে অবহিত করতেন। আমার সহকর্মীদের সাথে বিশদ আলোচনা করে জানলাম, বাংলাদেশে উৎপাদিত গ্যাসের প্রায় পঁচাত্তর শতাংশই

www.pathagar.com

ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদনে। আমার বিবেচনায় ১৫ কোটি মানুষের এ দেশে এভাবে তুলনামূলক কম মূল্য সংযোজিত খাতে অব্যাহতভাবে বিপুল পরিমাণ গ্যাস ব্যবহার করা হলে কোনো দিনই আমাদের জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে না। আমার বিবেচনায় অতি দ্রুত বিকল্প জ্বালানি খুঁজে বের করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে তার ব্যবহার বৃদ্ধি করে মহান আল্লাহতায়ালার অপার অনুগ্রহ এ প্রাকৃতিক গ্যাস রেখে দিতে হবে আরো ব্যাপকভাবে শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত এবং দীর্ঘায়িত করার জন্য। মন্ত্রণালয়ের দলিল-দস্তাবেজ বিশদভাবে পর্যালোচনা করে আমার কাছে প্রতীয়মান হলো আমাদের অতি উচ্চ মানের কয়লা সম্পদ রয়েছে এবং কোনো এক অজানা কারণে কয়লাখনি উন্নয়নের কাজে আমরা শুধু যে পিছিয়ে রয়েছি তাই নয়, এ বিষয়ে জনগণকে তেমন অবহিতও করা হয়নি। দেশের উত্তরবঙ্গের প্রতি বছরের মঙ্গা নিয়েও চিন্তাভাবনা করে মনে হলো ওই অঞ্চলের কয়লা সম্পদের সঠিক ব্যবহার শুধু যে দেশের প্রকট বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করতে পারে তাই নয়, এর মাধ্যমে এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মানেরও প্রভূত উন্নতি সাধন করা সম্ভব। দেশের মানুষ তত দিনে বড়পুকুরিয়া কয়লা প্রকল্পের বিষয়ে মোটামুটি অবহিত হলেও দিনাজপুরের ফুলবাড়ী এবং অন্যান্য কয়লা ক্ষেত্রের নাম তখন পর্যন্ত তাদের কাছে প্রায় অচেনাই। বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান থাকার সুবাদে আমার জানা ছিল যে এশিয়া এনার্জি নামক একটি অস্ট্রেলিয়ান কোম্পানির সাথে ফুলবাড়ী কয়লাখনি উন্নয়নবিষয়ক একটি বেশ পুরনো চুক্তি রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের। পদাধিকারবলে এবার সুযোগ পাওয়া গেল চুক্তিটি পর্যালোচনা করার। চুক্তির ধারা-উপধারা পড়ে আরো প্রতীয়মান হলো, এ চুক্তির মাধ্যমে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশের স্বার্থ পর্যাপ্তভাবে রক্ষিত হয়নি।

বাংলাদেশে এশিয়া এনার্জি নামক কোম্পানিটির আগমনের প্রক্রিয়া দিয়েই আরম্ভ করা যাক ফুলবাড়ীর প্রকৃত কাহিনী। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ খনিজদ্রব্য অনুসন্ধানকারী প্রতিষ্ঠান বিএইচপি মিনারেলস এক্সপ্লোরেশন ইনকরপোরেশন ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লা অনুসন্ধানের আগ্রহ প্রকাশ করে আবেদন জানায়। তাদের প্রস্তাব বিচার-বিশ্লেষণ করে আমাদের পরিকল্পনা কমিশন ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মতামত প্রদান করে, বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কয়লা অনুসন্ধানের জন্য দু'দফা দরপত্র আহ্বান করা হলে দু'বারই শুধু বিএইচপি অংশগ্রহণ করে। ১৯৯০ সালে এরশাদ সরকার পতনের পর ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। সরকারি কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় বিএইচপি'র সাথে বাংলাদেশ সরকারের আলোচনা অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৪ সালের ২০ আগস্ট ফুলবাড়ীর এই কয়লা অনুসন্ধানের জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং বিএইচপি'র মধ্যে অনুসন্ধান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয় এবং শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৯৭ সালে বিএইচপি আনুষ্ঠানিকভাবে ফুলবাড়ী কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কারের ঘোষণা দেয়। সংগৃহীত কয়লার নমুনা বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়, ফুলবাড়ীতে আবিষ্কৃত কয়লা অত্যন্ত উন্নত মানের, উচ্চ ক্যালোরি এবং অত্যন্ত স্বল্প সালফার বিশিষ্ট বিটুমিনাস জাতের কয়লা। প্রাথমিক সমীক্ষায় আরো অনুমান করা হয়, প্রায় ৩০ বর্গকিলোমিটার বিশিষ্ট কয়লা ক্ষেত্রে সম্ভাব্য

www.pathagar.com

মজুদের পরিমাণ ৩৮৭ মিলিয়ন টন। ফুলবাড়ীতে সফল কয়লা অনুসন্ধান সত্ত্বেও কোনো এক অজানা কারণে বিএইচপি বাংলাদেশ থেকে তাদের কার্যক্রম প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং একটি সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ও অনভিজ্ঞ অস্ট্রেলিয় কোম্পানি এশিয়া এনার্জির কাছে তাদের লাইসেন্স হস্তান্তরের ইচ্ছা প্রকাশ করে। ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অস্ট্রেলিয়ার তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেকজান্ডার ডাউনারের বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ সরকার, বিএইচপি এবং এশিয়া এনার্জির মধ্যে ফুলবাড়ী কয়লাক্ষেত্রের অনুসন্ধান লাইসেন্স হস্তান্তরের নিমিত্ত ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়। নতুন এই চুক্তির মাধ্যমে জেনারেল এরশাদ সরকারের আমলের প্রস্তাবিত প্রকল্প খালেদা জিয়ার আমল পেরিয়ে শেখ হাসিনার সময়ে একধরনের পরিণতি লাভ করে। চুক্তি তো হলো। কিন্তু পাঠক নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন, কী ছিল সেই চুক্তিতে যা সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত সাবেক জ্বালানি উপদেষ্টা এবং এই নিবন্ধের লেখককে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। চুক্তির চারটি বিষয় আমার কাছে অগ্রহণযোগ্য অথবা অস্বচ্ছ মনে হয়েছিল। এবার একে একে ওই চারটি বিষয়ে পাঠককে অবহিত করার চেষ্টা করব। তবে তার আগে পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, সরকারের কোনো প্রতিনিধি কিংবা কোনো কথিত বিশেষজ্ঞ এ চুক্তির বিষয়ে জনগণকে অবহিত করার তাগিদ কখনো অনুভব করেননি।

প্রথমেই রাষ্ট্রের টাকা-পয়সা অর্থাৎ বার্ষিক ভাড়া (Fee), রয়্যালটি ও আয়কর প্রসঙ্গ। চুক্তির ইনভেস্টমেন্ট এগ্রিমেন্ট নামক অংশের ৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী ফুলবাড়ী কয়লা খনি থেকে বাংলাদেশের প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ নিরূপণযোগ্য। চুক্তির ধারা সংবলিত উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ এবং পাঠকের জন্য এটি পড়ার মতো ধৈর্যধারণ করা কঠিন হতে পারে। তারপরও অনুরোধ থাকবে, চুক্তির সংশ্লিষ্ট অংশটি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য যাতে এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভবিষ্যতে আপনারা বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত না হন।

5. ROYALTIES

A. Cash

Investor shall, subject to the provisions of paragraph 5(b), pay to the Government on the first day of January and first day of July in each calendar year royalty at the rate of six (6%) percent of the sale value in US dollars at the stockpile at the pits mouth of all coal produced and sold pursuant to the Mining Lease by the Investor during the half-year preceding the said dates. "Sale value at the pits mouth" for purpose of this paragraph shall mean the price received by Investor for its coal from its customers, less all costs incurred in connection with the sale of such coal from the final processing facility at the mine site to the point of delivery to the customer, which costs shall include all handling, load out, rail, truck or other land transportation, insurance premiums, port, river and ocean transportation, and sale commissions.

www.pathagar.com

B. In Kind

The Government shall have the right, upon adequate notice to Investor, to take its six percent royalty in kind, instead of in cash, which option shall be exercised for one year at a time. In the event the Government exercises this option, the Investor will make the Government's portion available to it in a segregated stockpile and any costs incurred by Investor as a result of the additional segregation and stockpiling of the Government's share, will be charged and paid by the Government.

6. TAXES

A. Except as provided in paragraph 6.B. below, Investor shall pay to the Government in connection with its operations under the Agreements, corporate income taxes of forty-five (45%) percent on all profits received or accrued by Investor.

B. Investor shall be entitled to the following fiscal benefits if Investor is registered in Bangladesh under the Companies Act:

(1) a holiday of nine (9) years from payment of the taxes set forth in Paragraph 6.A. above, commencing with the month in which Commercial Production of coal commences;

(2) in determining profits, the following deductions from Investor's income shall be allowable, beginning in the first year of commercial production :

(a) all exploration and other pre-production expenses up to the stage of commercial production may be treated as a loss of the extent that it cannot be set off against any other income of the investment, the balance unused against income in any year may be , carried forward and set off against income through year 10 from the date of commencement of Commercial Production of coal.

(b) a depreciation allowance for the Mine Facilities equal to the original cost of the assets is allowable as a deduction against income,at the rate of one hundred (100%) percent in the year the cost is incurred; the unused balance, if any, of such depreciation allowance may be carried forward and set

www.pathagar.com

off against the income of subsequent years indefinitely, and if there is also a carry forward of losses under (a) above, priority may be given to the setting off of such losses ;

(c) a depletion allowance equal of fifteen (15%) percent of the gross income before the deduction of such allowance or fifty (50%) percent of the net income, whichever is less;

(d) investment allowance of twenty-five (25%) percent of expenditures on machinery and plant which shall become deductible in the first year in which a tax liability would otherwise arise;

(e) actual interest paid on debts to third parties as well as interest not exceeding LIBOR plus two (2%) percent on debt paid to Investor's affiliates;

(f) overhead expenses, inculding reasonable head office expenses, incurred outside Bangladesh directly attributable to operations under the Agreements.

(3)income tax rebates, exemptions from taxes on capital gains and exemption for the earnings of certain foreign technicians, all as set forth in the current investment laws of Bangladesh.

C. Upon payment of a dividend subject to the provisions of Article 34 of the Income Tax ordinance of Bangladesh, 1984 Investor shall deduct tax on the amount of such dividend at the rate of five (5%) percent.

(৫. রয়্যালটি

ক. নগদ

বিনিয়োগকারী অনুচ্ছেদ ৫(খ) এর শর্ত অনুযায়ী প্রতি বছর জানুয়ারি এবং জুলাই মাসের প্রথম দিনে খনি মুখে কয়লার মজুদ এবং তৎপূর্ব ছয়মাসে মাইনিং লিজে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী বিক্রিত কয়লার উপর ৬ শতাংশ হারে রয়্যালটি সরকারকে প্রদান করবে। 'খনিমুখে কয়লার মূল্য' নির্ধারণকালে ক্রেতার কাছ হতে প্রাপ্ত বিক্রয়মূল্য হতে বিনিয়োগকারীর কয়লা প্রক্রিয়াকরণ স্থাপনা থেকে ক্রেতার নিকট সরবরাহের স্থান পর্যন্ত কয়লা পরিবহনজনিত সকল খরচ বাদ দেয়া হবে, এ খরচের মধ্যে হ্যান্ডলিং, বোঝাই, রেলপথ, ট্রাক ও অন্যান্য স্থল পরিবহন, বীমা, নদী ও সমুদ্র পরিবহন এবং বিক্রয় কমিশন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

খ) নগদের পরিবর্তে বস্তু

বিনিয়োগকারীর নিকট আগাম নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে সরকার ৬ শতাংশ হারে রয়্যালটি নগদের

www.pathagar.com

পরিবর্তে কয়লা গ্রহণ করার অধিকার সংরক্ষণ করবে, সম্পূর্ণ বছরের রয়্যালটি হিসাব করে নগদের পরিবর্তে সে পরিমাণ কয়লা একসঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। সরকার নগদের পরিবর্তে কয়লা গ্রহণ করলে সরকারের অংশ পৃথকভাবে স্তূপীকৃত করা হবে এবং কয়লা স্তূপীকৃত করার অতিরিক্ত খরচ সরকার বহন করবে।

৬. শুল্ক কর

ক) ৬(খ) ধারায় বর্ণিত সুবিধা ব্যতিরেকে বিনিয়োগকারী তার বাৎসরিক লাভের উপর ৪৫ শতাংশ হারে আয়কর সরকারকে প্রদান করবে।

খ) বিনিয়োগকারী বাংলাদেশের কোম্পানি আইনে নিবন্ধিত হলে নিম্নে বর্ণিত আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবে ঃ

(১) বাণিজ্যিক উৎপাদন আরম্ভ হওয়ার মাস পরবর্তী থেকে ৯ বছর পর্যন্ত উপরের ৬(ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত আয়কর প্রদান থেকে বিনিয়োগকারী কোম্পানি অব্যাহতি পাবে;

(২) বিনিয়োগকারী কোম্পানির লাভ নির্ণয় প্রক্রিয়ায় নিম্নে বর্ণিত খরচসমূহ কোম্পানির আয় হতে বাদ দেয়া হবে। হিসাব রক্ষণের এ পদ্ধতি বাণিজ্যিক উৎপাদনের প্রথম বছর থেকেই প্রযোজ্য হবে ঃ

ক) বাণিজ্যিক উৎপাদন পর্যন্ত সব অনুসন্ধান এবং উৎপাদনপূর্ব ব্যয় ব্যবসার ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হবে যা বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোন আয়ের সঙ্গে সমন্বয় করা যাবে না; কোনো বছরের আয়ের সঙ্গে অসমন্বয়কৃত ব্যয় থাকলে সে অবশিষ্ট ব্যয় বাণিজ্যিক উৎপাদন আরম্ভ হওয়ার পরবর্তী ১০ বছরের আয়ের সঙ্গে সমন্বয় করা যাবে।

খ) খনি উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্পদের মূল ব্যয় অবচয় হিসাবে শতকরা ১০০ ভাগ হারে সাংবাৎসরিক আয়ের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে। সমন্বয়ের পরও যদি ব্যয় অবশিষ্ট থাকে তাহলে অনির্দিষ্টকালের জন্যে পরবর্তী বৎসরসমূহের আয়ের সঙ্গে সেই অবশিষ্টাংশ সমন্বিত হবে। উপরের ২(ক)তে বর্ণিত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যদি কোন পরিচালন ক্ষতি পরবর্তী বৎসরসমূহে বহন করা হয় তাহলে সে ক্ষতি সমন্বয়ের জন্যে অগ্রাধিকার পাবে।

গ) মোট আয়ের পনের (১৫%) শতাংশ এবং নীট আয়ের পঞ্চাশ (৫০%) শতাংশের মধ্যে যেটি কম হবে সে পরিমাণ কয়লা খনি মজুদের হ্রাস সুবিধা হিসাবে আয়ের সঙ্গে সমন্বিত হবে।

ঘ) আয়কর প্রদেয় হওয়ার প্রথম বছরে খনি উন্নয়ন কার্যক্রম যন্ত্রপাতি খাতের খরচের পঁচিশ (২৫%) শতাংশ সমন্বিত হবে।

ঙ) তৃতীয় পক্ষের কাছ হতে গৃহীত ঋণের উপর সুদ এবং বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে গৃহীত ঋণের উপর সুদ যা লিবর যোগ দুই (২%) শতাংশের অতিরিক্ত হবে না সে সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় হিসাবে আয়ের সঙ্গে সমন্বিত হবে।

চ) চুক্তি অনুযায়ী খনি পরিচালনার সঙ্গে সম্পর্কিত বিনিয়োগকারীর বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত প্রধান কার্যালয়ের খরচের যুক্তিসংগত অংশ ওভারহেড ব্যয় হিসাবে আয়ের সঙ্গে সমন্বিত হবে।

www.pathagar.com

(৩) বাংলাদেশের বর্তমান বিনিয়োগ আইন অনুযায়ী আয়কর অব্যাহতি, মূলধন বৃদ্ধিজনিত কর হতে অব্যাহতি এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক বিদেশী প্রকর্মীরা আয়কর হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হবে।

(গ) বাংলাদেশ আয়কর অর্ডিন্যান্স ১৯৮৪ এর ৩৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোম্পানি কোনো লভ্যাংশ প্রদান করলে সে লভ্যাংশ হতে বিনিয়োগকারী পাঁচ (৫%) শতাংশ হারে আয়কর কর্তন করবে।)

আমার এ নিবন্ধটি দেশের জনগণের জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলরূপে রেখে যাওয়ার মানসেই আলোচ্য চুক্তি থেকে এত দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম। চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারার সার কথা হচ্ছে খনির মুখে বিক্রয়লব্ধ (Sale value at the pits mouth) অর্থের মাত্র ছয় শতাংশ বাংলাদেশের প্রাপ্য হবে। আয়কর বিষয়ক চুক্তিতে দেখা যাচ্ছে এ খাত থেকে রাষ্ট্রের কোনোরকম আয় হতে অন্তত দশ বছর অপেক্ষা করতে হবে। আর বার্ষিক ভাড়া যে কতটা অকিঞ্চিৎকর সেটি মাইনিং লিজের ১৬ নম্বর ধারা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

"16. Annual Fee
The Lessee shall pay annually a fee in advance to the Government during the term hereby granted at the rate of fifty (50) taka per hectare or part of an hectare per annum."

(১৬. বার্ষিক ভাড়া
এ চুক্তিতে বর্ণিত সময়ের জন্যে লীজগ্রহীতা প্রতিবছর প্রতি হেক্টর অথবা হেক্টরের অংশপ্রতি পঞ্চাশ (৫০) টাকা হারে বার্ষিক ভাড়া সরকারকে অগ্রিম প্রদান করবে।)

এটি আমার বিবেচনায় একটি অসম চুক্তি এবং জ্বালানি উপদেষ্টার দায়িত্বে থেকে রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী এমন একটি চুক্তিকে বিনা প্রতিবাদে বাস্তবায়িত হতে দেয়া নৈতিকতার মানদণ্ডে আমার কাছে অগ্রহণযোগ্য ছিল। সরকারি দায়িত্বরত অবস্থাতেই এ বিষয়ে জনগণকে অবহিত করার কৌশল নিলাম। সংবাদ মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি নিয়ে সর্বপ্রথম কথা বললাম ইংরেজি দৈনিক 'নিউ এজ' (New Age) পত্রিকার জ্বালানি বিষয়ক সাংবাদিক আমিনুল ইসলাম মিঠুর সাথে। যত দূর মনে পড়ে ২০০৫ সালের জুলাই মাসে আমার মন্তব্যের ওপর ভিত্তি করেই কয়লার অতি স্বল্প রয়্যালটি বিষয়ক প্রথম সংবাদ ছাপা হয় বর্ণিত ইংরেজি দৈনিকটিতে। বাংলাদেশে ডান-বাম বিভিন্ন শ্রেণীর অসংখ্য বিপ্লবী থাকা সত্ত্বেও এশিয়া এনার্জির সাথে অসম চুক্তি এবং কয়লার অগ্রহণযোগ্য রয়্যালটি নিয়ে তেমন কোনো প্রতিবাদ ২০০৫ সালের জুলাই মাসে নিউ এজ পত্রিকায় এতদসংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার আগে আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। এ সংবাদ প্রচারিত হওয়ার কিছুদিন পর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আমার এক সংবাদ সম্মেলনে এশিয়া এনার্জির সাথে বাংলাদেশ সরকারের সম্পাদিত চুক্তির তীব্র সমালোচনা করে প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বললে দেশব্যাপী মহা হইচই আরম্ভ হয়। আমাদের দেশে কথিত বামপন্থী তাত্ত্বিক এবং সুবিধাবাদী সাবেক আমলাদের সমন্বয়ে একটি আধাজঙ্গী প্রতিষ্ঠান রয়েছে যার নাম সাম্প্রতিককালে সংবাদমাধ্যমের কল্যাণে চারদিকে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। তেল, গ্যাস,

www.pathagar.com

বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি নামক সংগঠনটির এবার নিদ্রাভঙ্গ হলো। এতদিন ঘুমিয়ে থাকার জন্যে অবশ্য বেচারাদের বেশি দোষও দিচ্ছি না। কারণ দেখতেই পাচ্ছেন তাদের সংগঠনের নামের মধ্যে দেশের কয়লা সম্পদ রক্ষার কোনো অঙ্গীকার নেই। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, কয়লা নিয়ে আমি উচ্চকণ্ঠ হওয়ার আগ পর্যন্ত এ বিষয়ে তাদের জ্ঞানচর্চা সম্ভবত সীমিত ছিল। যা হোক প্রচারের এমন সুযোগ কি আর ছাড়া যায়? তারা হুংকার দিয়ে উঠলেন। প্রায় প্রতিদিন চললো সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন। ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্পবিরোধী এসব প্রচারণার দায়িত্ব গ্রহণ করল বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদের দোসর তথাকথিত সুশীল (?) সমাজের মুখপত্র, প্রচন্ডভাবে ইসলাম ধর্মবিরোধী বিশেষ গোষ্ঠী। তাদের জন্য এ সুযোগ তো একেবারে সোনায় সোহাগা। প্রথমত এশিয়া এনার্জির অস্ত্রে ঘায়েল হবে চারদলীয় ঐক্য জোটের সরকার এবং দ্বিতীয়ত এলিট শ্রেণীর সে সময়ের পয়লা নম্বর শত্রু তৎকালীন জ্বালানি উপদেষ্টাকেও অপপ্রচারের অস্ত্র প্রয়োগ করে এক হাত নেয়া যাবে। প্রচারের তোড়ে তথা দেশের ফুলবাড়ীর জনগণকে বিভ্রান্ত করে সাফল্যজনকভাবে ভুলিয়ে দেয়া হলো যে, ৬ শতাংশ রয়্যালটির বিরুদ্ধে এ নিবন্ধকারই সর্বপ্রথম আওয়াজ তোলার সাহস দেখিয়েছিল। উল্টো মিথ্যাচারের জোরে দেশবাসীকে এমন ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হলো যে কয়লার রয়্যালটির ৬ শতাংশের উদ্ভাবক যেন তৎকালীন জ্বালানি উপদেষ্টা স্বয়ং। ওই গোষ্ঠী একদিকে জনগণের পক্ষশক্তির মুখোশ ধারণ করল, অন্যদিকে প্রায় প্রতি রাতে চলল পশ্চিমা কূটনীতিকদের বাসগৃহে এশিয়া এনার্জির স্বার্থ রক্ষার কৌশল নির্ধারণের বৈঠক। একদিকে গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করে দেশপ্রেমের ঝাণ্ডা উত্তোলন, অন্যদিকে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো থেকে প্রাপ্ত বিজ্ঞাপনের আয় বৃদ্ধির কৌশল উদ্ভাবন। অবাক বিস্ময়ে দেখলাম তেল, গ্যাস রক্ষার কথিত আন্দোলনে যোগদান করেছেন সব সুবিধাবাদী সাবেক আমলার দল। 'পোপের চেয়ে বড় ক্যাথলিক'দের মধ্যে দেশপ্রেমের প্রতিযোগিতা অবলোকন করে দেশের সব মানুষ কৌতুকবোধ করল। সরকারি দায়িত্ব পালনকালে কেবল নিজ পরিবারপ্রেমী আর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর জনদরদি এসব ব্যক্তির পরিচয় তুলে ধরা হলো ফুলবাড়ীর উপাখ্যানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

দুই.

ফুলবাড়ীর কথকতার প্রথম অধ্যায়ে এশিয়া এনার্জির সাথে বাংলাদেশ সরকারের কয়লার ৬ শতাংশ রয়্যালটি সংক্রান্ত চুক্তির অংশ নিয়ে আলোচনা এবং তেল, গ্যাস, বন্দর রক্ষা কমিটির প্রধান ব্যক্তিদের পরিচয়ের প্রতি একটি অর্থবহ ইঙ্গিত প্রদান করেছি। কয়লা খনি-মুখে বাংলাদেশের প্রাপ্য রয়্যালটির স্বল্প হার নিয়ে আমার আপত্তি তোলার ইতিহাসও বর্ণনা করেছি। জনগণের এখন জানা আবশ্যক রয়্যালটির এ নিম্ন হার নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা কারা রেখেছিলেন। জ্বালানি বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে এ বিষয়ে আমার আনুষ্ঠানিক আপত্তি উত্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত জনগণকেই বা কেন রাষ্ট্রের এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এতটা অন্ধকারে রাখা হয়েছিল। বাংলাদেশের খনিজসম্পদ উত্তোলন, উন্নয়ন, ব্যবহার ইত্যাদি কর্ম সম্পাদন The Mines and Minerals (Regulations and Development) Act.1967 - এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে করা হয়। বর্ণিত আইন অনুযায়ী বিভিন্ন সময় সরকার The Mines and Minerals Rules তৈরি করে এবং সময়ের সাথে তার সংশোধন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও পরিবর্তন

www.pathagar.com

করা হয়। উপরোক্ত আইনের আলোকে ১৯৯২ সালে Rules - 1989 সংশোধনের জন্যে একটি কমিটি করা হয়, যেখানে প্রধান বিশেষজ্ঞ হিসেবে পেট্রোবাংলার তৎকালীন চেয়ারম্যান সি.ক. মোঃ আবদুল্লাহ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৪ সালের ১৩ জুলাই আবদুল্লাহ মাইনস অ্যান্ড মিনারেলস রুলসের ওপর চূড়ান্ত প্রস্তাব তৈরি করেন এবং প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য তৎকালীন বিদ্যুৎ সচিবের কাছে প্রেরণ করেন। সংশ্লিষ্ট পত্রটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিধায় সম্পূর্ণ পত্রটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

নম্বর - ০১.০৩.১১
তারিখ ঃ ১৩/৭/১৯৯৪ ইং
সচিব
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।
বিষয় : মাইনস অ্যান্ড মিনারেলস রুলস '৯৪।
মহোদয়,
মাইনস অ্যান্ড মিনারেলস রুলস সময়োপযোগী করে প্রণয়ন করার ব্যাপারে কমিটিতে আমি একজন সদস্য ছিলাম। উল্লেখ্য, এই রুলসের প্রথম খসড়ার প্রায় ৮০ শতাংশই আমি লিখেছিলাম। কিন্তু অসুস্থতার কারণে আমি ছুটিতে থাকাকালীন খসড়াটি কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয় ও চূড়ান্ত খসড়ার ওপর ৩১-৫-৯৪ এর মধ্যে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ওই সময় আমি অসুস্থতার কারণে ছুটিতে ছিলাম বিধায় মতামত প্রদান করতে পারিনি। এই রুলসের ১১ নম্বর সিডিউলটি আমার মতে পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আমি ওই ১১ নম্বর সিডিউলটি পুনঃপ্রণয়ন করে আপনার সবিনয় বিবেচনার জন্য এতদসঙ্গে পেশ করলাম।
আপনার বিশ্বস্ত
স্বা /
(সি.ক. মোঃ আবদুল্লাহ)
চেয়ারম্যান

পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যানের পত্রে বর্ণিত ১১ নম্বর সিডিউল অনুযায়ী কয়লার প্রস্তাবিত রয়্যালটির হার ছিল নিম্নরূপ :

	Underground mining	Open Pit mining	Quarry lease
1. Coal including Peats	5%	6%	6%
	ভূগর্ভস্থ খনি	উন্মুক্ত খনি	কোয়ারী লীজ
(১. পিট এবং কয়লা	৫%	৬%	৬%)

সি.ক. মোঃ আবদুল্লাহর উপরোক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতেই তদানীন্তন সরকার ১৯৯৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর খনন প্রক্রিয়ার প্রকারভেদে (Underground and Open Pit) কয়লার

www.pathagar.com

রয়্যালটি যথাক্রমে ৫ এবং ৬ শতাংশ হারে নির্ধারণ করে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার এশিয়া এনার্জির সাথে চুক্তি করার সময়ও কয়লার এ অকিঞ্চিৎকর রয়্যালটি বৃদ্ধির কোনো তাগিদ অনুভব করেনি। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এশিয়া এনার্জির সাথে চুক্তি সই করেন খনিজসম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর তৎকালীন পরিচালক মোহাম্মদ মুমিনুল্লাহ। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনটি গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন থাকা সত্ত্বেও কোনো সরকারই দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে সংসদে আলোচনার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এর ফলে একদিকে যেমন জনগণের সম্পদের ব্যবহার সম্বন্ধে জনগণ মতামত প্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, অন্যদিকে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলোকে পুঁজি করে অসত্য ও অর্ধসত্য তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে স্বার্থান্বেষী মহল জাতিকে বিভিন্ন সময় বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

কয়লার স্বল্প রয়্যালটির পর চুক্তির দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমার কাছে দেশের স্বার্থের প্রতিকূল মনে হয়েছিল তা হলো লীজগ্রহীতাকে যেকোনো পরিমাণ কয়লা রফতানি করার অবাধ ক্ষমতা প্রদান। আবারো পাঠকের অবগতির জন্য চুক্তির সংশ্লিষ্ট অংশটি উদ্ধৃত করছি :

"2. MARKETING AND EXPORTATION OF COAL
Subject to the terms of the Mining Lease, Investor may freely take, receive and market the coal mined pursuant to the Mining Lease. Any coal which Investor chooses to export shall not be subject to export fees, duties or assessments of any kind. Investor shall sell coal on the best terms, including price, as Investor is able to obtain in the applicable international market. If Investor sells and exports the coal to any affiliate of Investor, the price shall be equal to the average export contract price to be received by Investor from any non-affiliated overseas customers for coal produced from Investor's mines on the area described on its Mining Leases or, if there are no such sales, then the price shall be equal to the then current price for salse of like quantities and qualities of coal on the applicable international market, adjusted for variations in significant contract terms."

(কয়লার বিপণন এবং রফতানি
মাইনিং লীজের শর্ত অনুযায়ী বিনিয়োগকারী বাধাহীনভাবে কয়লা গ্রহণ এবং বিক্রয় করতে পারবে। বিনিয়োগকারী যে কয়লা রফতানি করবে তার উপর কোন প্রকার রফতানি ফি, শুল্ক অথবা মূল্য নির্ধারণ বিধি প্রযোজ্য হবে না। বিনিয়োগকারী আন্তর্জাতিক বাজার অনুযায়ী সর্বোচ্চ মূল্য এবং শর্তানুযায়ী কয়লা বিক্রয় করবে। যদি বিনিয়োগকারী তার সহযোগী কোনো প্রতিষ্ঠানের নিকট কয়লা বিক্রয় করে তবে তার মূল্য অন্যান্য ক্রেতার নিকট বিক্রয়কৃত কয়লার

www.pathagar.com

গড়মূল্যের সমান হবে, অথবা যদি অন্য কোন ক্রেতার নিকট কয়লা বিক্রয় করা না হয়ে থাকে তাহলে কয়লার মূল্য তার মান অনুযায়ী চলমান আন্তর্জাতিক মূল্যের সমান হবে।)

উপরোক্ত ধারা অনুযায়ী বিনিয়োগকারী দেশে কিংবা বিদেশে যেকোনো ক্রেতার কাছে খনি থেকে প্রাপ্ত কয়লা বিক্রির অধিকার এককভাবে সংরক্ষণ করে। রফতানির ক্ষেত্রে পরিমাণের কোনোরকম সীমা চুক্তিতে নির্ধারণ করা হয়নি। এমনকি লীজগ্রহীতা প্রতিষ্ঠান তাদের যেকোনো সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কাছে কয়লা বিক্রি করলেও চুক্তি অনুযায়ী সরকার সেখানে আইনত কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। অর্থাৎ অনুন্নত বিশ্বের দেশগুলোয় বহুজাতিক কোম্পানির শোষণ প্রক্রিয়ার একটি বড় কৌশল ট্রান্সফার প্রাইসিংয়ের (Transfer Pricing) অবারিত সুযোগ যথেষ্ট মুনশিয়ানার সাথে চুক্তিতে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

এশিয়া এনার্জির সাথে চুক্তি নিয়ে সব মহলে সবচেয়ে তিক্ত এবং তীব্র যে বিতর্কটি ছিল তা হলো খনন পদ্ধতিবিষয়ক। চুক্তির ধারা-উপধারা বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশের বর্তমান খনিজসম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত আইনে এবং এশিয়া এনার্জির সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে খোলা মুখ (Open Pit) পদ্ধতিতে কয়লাখনি উন্নয়নে কোনো বাধানিষেধ রাখা হয়নি। আলোচ্য চুক্তি থেকে দু'টি উপধারা এখানে উদ্ধৃত করা হলে পাঠক বিষয়টির জটিলতা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

A. FORM OF MINING LEASE

"In consideration of annual fee, royalties, covenants and agreements hereinafter reserved and contained on the part of the Lessee to be paid and observed the Government hereby demises unto the Lessee all or any coal lying or being within under or throughout the said lands and hereby grants lessee the liberties, powers and privileges specified in Part II of Schedule A to be exercised in connection with the coal to the; restrictions and conditions, which are specified in Part III of the said Schedule A and to the provisions contained in Part IV of the said Schedule A and in the Bangladesh Mines and Minerals Rules, 1968, as amended."

B. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS

"(g) "mining operations" means the development and construction of a mine and related facilities, mining, treatment, processing, conversion, transportation, handling, disposal and sale of coal and all other related activities by lessee."

(ক. মাইনিং লীজের প্রকৃতি

লীজগ্রহীতা কর্তৃক সরকারকে বাৎসরিক ভাড়া, রয়্যালটি প্রদান এবং চুক্তির অন্যান্য শর্ত পালন সাপেক্ষে সরকার লীজগ্রহীতাকে কয়লা ক্ষেত্রে প্রাপ্ত কয়লার স্বত্ব প্রদান করছে এবং এ চুক্তির

www.pathagar.com

সিডিউল ক-এর ১,২,৩ এবং ৪ অংশের দায়বদ্ধতা অনুযায়ী ও বাংলাদেশ মাইনস এবং মিনারেলস রুলস ১৯৬৮ এর সংশোধনীর আওতাধীনে লীজগ্রহীতা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

খ. সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা

ছ) 'খনি পরিচালনার' অর্থ হচ্ছে খনির উন্নয়ন ও নির্মাণ, সংশ্লিষ্ট সুবিধাদির ব্যবস্থা, খননকার্য, প্রক্রিয়াকরণ, রূপান্তরকরণ, পরিবহন, পরিচালন, বিপণন এবং লীজ গ্রহীতা কর্তৃক যাবতীয় সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন।)

মাইনস অ্যান্ড মিনারেলস রুলস, ১৯৬৮ এর কোনো সংশোধনীতে অদ্যাবধি খোলা মুখ খনিকে নিষিদ্ধ করা হয়নি, ওই আইনের শিডিউল ১১-তে খোলা মুখ কয়লাখনির জন্যে পৃথকভাবে রয়্যালটি নির্ধারিত রয়েছে এবং যেহেতু উপরোল্লিখিত ধারাতেও খোলা মুখ খনন পদ্ধতি নিষিদ্ধ করা হয়নি , কাজেই এখন পর্যন্ত আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে ওই পদ্ধতিতে খনি উন্নয়ন নিষিদ্ধ নয়। ব্যক্তিজীবনে আমি রাজনীতিবিদ নই, একজন প্রকৌশলী ও ব্যবসা প্রশাসনবিষয়ক পেশাজীবী। পাঁচ বছরের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনকালে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কখনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থ, আবেগ এবং ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ দ্বারা তাড়িত না হয়ে সর্বদাই দেশের স্বার্থ, তথ্য, যুক্তি এবং প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল থেকেছি। এ ক্ষেত্রেও আমি বিবেচনা করলাম দেশে কোনো অনুমোদিত কয়লানীতি না থাকার সুযোগেই এশিয়া এনার্জির সাথে চুক্তি প্রক্রিয়ায় আমাদের রাজনীতিবিদ এবং আমলারা অজ্ঞতা কিংবা ব্যক্তিস্বার্থসিদ্ধির জন্য বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছেন। এ জটিলতা নিরসনে দু'টি উদ্যোগ গ্রহণ করলাম। প্রথমটি হচ্ছে দেশে প্রথমবারের মতো কয়লানীতি প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন করে ঘোষণা করলাম যে, প্রস্তাবিত কয়লানীতি সংসদে গৃহীত হলেই শুধু এশিয়া এনার্জির সাথে নতুন করে দরকষাকষি করে আগের সম্পাদিত চুক্তির পুনর্মূল্যায়ন করা হবে। আর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ছিল, এশিয়া এনার্জি ফুলবাড়ী খনি উন্নয়নের যে পরিকল্পনা সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য পেশ করেছে সেটি একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি দিয়ে বিশদভাবে পরীক্ষা করার পর তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। শুধু তাই নয়, এমন একজন দেশবরেণ্য শিক্ষককে এ কমিটির আহ্বায়কের পদে নির্বাচিত করা হলো যার বহুজাতিক কোম্পানিবিরোধী মনোভাব এবং দেশপ্রেম সর্বজনবিদিত। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং জ্বালানি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. নূরুল ইসলামের ব্যক্তিগত সততাও অন্তত আমার জানা তথ্য অনুযায়ী প্রশ্নাতীত। তদুপরি, আমি নিশ্চিত ছিলাম, রাজনৈতিক সরকারের শেষ বছরে কয়লানীতি সম্পন্ন করে এশিয়া এনার্জিবিষয়ক কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোট সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না। চুক্তির দুর্বল দিকগুলো সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার ফলে পরবর্তী নির্বাচিত সরকারও নতুন করে দরকষাকষি করে রাষ্ট্রের স্বার্থের অনুকূলে ফুলবাড়ী কয়লা খনি চুক্তি সংশোধন করার সুযোগ পাবে। আশা করি, সব পাঠকই একমত হবেন যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বে না থাকলে যেকোনো ধরনের যৌক্তিক-অযৌক্তিক দাবি উত্থাপন করা অতি সহজ কাজ। কিন্তু যারা দায়িত্বে থাকেন দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তাদের পক্ষে আন্তর্জাতিক আইন-কানুন বহির্ভূত অবস্থান গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আমার প্রত্যাশা ছিল, নীতিনির্ধারণী বিষয়ে সরকারের সে সময়ের স্বচ্ছ আচরণ সব মহল কর্তৃক প্রশংসিত

www.pathagar.com

হবে। দেশের তেল, গ্যাস, বন্দর রক্ষার পরে কথিত জাতীয় কমিটির অযৌক্তিক সরকারবিরোধী ভূমিকা দেখে আমার ভুল ভাঙতে অবশ্য খুব বেশি বিলম্ব হয়নি। প্রধানত যে ছয় ব্যক্তি ঢাকা থেকে ফুলবাড়ী কয়লা খনিবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন তাদের বিশদ পরিচয় জানলেই পাঠকরা বেশ সহজেই এদের অতি বিপ্লবী আচরণের প্রকৃত কারণ অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। তিন সাবেক আমলা, একজন সাবেক বিচারপতি, একজন বামপন্থী তাত্ত্বিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং একজন প্রবীণ প্রকৌশলী যিনি তার নাস্তিক চেতনার জন্য গর্ববোধ করে থাকেন, এদের সমন্বয়েই গঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ খনিজসম্পদ রক্ষার স্বঘোষিত জাতীয় কমিটি।

আমলনামা শুরু করা যাক আমলাদের দিয়েই। সি.ক. মোঃ আবদুল্লাহ পেট্রোবাংলার সাবেক চেয়ারম্যান ছিলেন এবং বিস্ময়করভাবে তিনিই ৬ শতাংশ রয়্যালটির প্রধান রূপকার। এ স্বল্প রয়্যালটির প্রস্তাব করে জ্বালানি সচিবের কাছে লিখিত তার ১৯৯৪ সালের ঐতিহাসিক পত্র ইতোমধ্যেই উদ্ধৃত করেছি। নূরুদ্দিন মাহমুদ কামাল পিডিবি'র সাবেক চেয়ারম্যান এবং দীর্ঘদিন জ্বালানি মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত ছিলেন। বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল এবং ১৯৯৬ সালে তার তত্ত্বাবধানে প্রণীত যে নীতিমালার ভিত্তিতে বিদেশী বিনিয়োগে এসব বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে সে নীতিমালার মাধ্যমে বাংলাদেশের মহামূল্যবান প্রাকৃতিক গ্যাস নামমাত্র মূল্যে ২০ থেকে ২৫ বছর সরবরাহের গ্যারান্টি প্রদান করে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তাকে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। নূরুদ্দিন কামালের বিরুদ্ধে সামিট গ্রুপ থেকে শেখ হাসিনার ঘুষ গ্রহণে সহযোগিতা করার অভিযোগে দুদক'র মামলা এখন বিচারাধীন রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক মু. হোসেন মনসুর শেখ হাসিনার আনুকূল্যে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ লাভ করেছিলেন এবং ২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ পর্যন্ত ওই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। খনিজসম্পদ রক্ষা জাতীয় কমিটির এ তিন বীর সেনাপতি জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদে কর্মরত অবস্থায় কখনো এশিয়া এনার্জির বিতর্কিত চুক্তির বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান গ্রহণ করেছেন কিংবা নিদেনপক্ষে চুক্তির ক্ষতিকর দিকগুলো দেশের জনগণকে অবহিত করার চেষ্টা করেছেন এমন নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। অবসর গ্রহণের পর চারদলীয় জোট সরকারের আমলে অবশ্য প্রত্যেকেই বিপ্লবী দেশপ্রেমিকে পরিণত হয়ে মাঠ গরম করেছেন। বাংলাদেশের অনেক আমলার মধ্যেই দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ প্রকৃতির দ্বিমুখী চরিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। দুই সাবেক অতি ক্ষমতাবান আমলা এবং একজন অধ্যাপক থেকে রূপান্তরিত আমলার চরিত্র তো জানা গেল। এবার বাদবাকি তিন বিপ্লবীকে চেনা দরকার। প্রথমেই তেল, গ্যাস, বন্দর রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক এবং বাংলাদেশের একজন প্রবীণ প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। ২০০৭ এর রোজার ঈদে প্রথম আলো গোষ্ঠীর প্রকাশনা 'সাপ্তাহিক ২০০০' জনমতের চাপে বাজার থেকে উঠিয়ে নিতে হয়েছিল। সাপ্তাহিক ২০০০-এর এ ঈদসংখ্যায় জার্মানি প্রবাসী দাউদ হায়দারের চরম ইসলামবিরোধী লেখা 'সুতানটি সমাচার' ছাপা হওয়ায় দেশের ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে সরকার পত্রিকার ওই সংখ্যাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ওই বিতর্কিত সংখ্যায় প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর অন্য একটি আত্মজীবনীমূলক লেখা ছাপা হয়েছিল যার নাম 'জীবন সবুজ হয়ে ফলে'। সে লেখা থেকেই ক্ষুদ্র কিছু

www.pathagar.com

অংশ উদ্ধৃত করছি এ প্রবীণ ব্যক্তির ভেতরের মানুষটিকে চেনা এবং বোঝার জন্য। 'আমি ধর্মে আদৌ বিশ্বাস করতাম না। বাবা ধর্মপ্রাণ হয়েও উদার ছিলেন। তিনি কংগ্রেস করতেন। কলকাতা থেকে নবযুগ নামে একটি পত্রিকা বের হতো। আহমেদ আলী ছিলেন এ পত্রিকার সম্পাদক। বাড়ি ছিল সাত মাইল দূরে ডুমুরিয়া থানায়। আমার আব্বা ছিলেন আহমেদ আলীর বড় ভক্ত। তিনি লাহোর থেকে 'দি লাইট' নামে একটি পত্রিকা আনাতেন। পরে জানলাম এটি আহমদিয়াদের।.... একদিন আমি আব্বাকে বললাম, আপনি তো এন্ট্রান্সে ফারসি পড়েছেন, আরবি তো পড়েননি। আমি তো আরবিতে কুরআন শরীফ পড়েছি এবং বুঝিও। কুরআন শরীফে যা লেখা আছে তা আমার মতো কোনো মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মেনে নিতে পারে না। ....'

প্রকৌশলী শহীদুল্লাহ যে চেতনায় নাস্তিক সেটি তার ব্যক্তিগত বিষয় এবং এতে আমার কোনো সমস্যা নেই। তবে তার বিবেচনায় ধর্মপ্রাণ হয়েও উদারতার অর্থ যে ভারতের কংগ্রেস দল করা অথবা আহমদিয়াদের পত্রিকা পড়া এ বিষয়টি রাজনৈতিক কারণেই আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার পিতা নানাকারণে উদার হতেই পারেন। কিন্তু মুসলমান ধর্মাবলম্বী হয়ে কংগ্রেস দল করা উদারতার মাপকাঠি এমন যার বিশ্লেষণ তাকে বাংলাদেশের অথবা এ দেশের জনগণের পক্ষের শক্তি হিসেবে আমি অন্তত মানতে নারাজ। এরপর বিচারপতি গোলাম রাব্বানী। শেখ হাসিনার শাসনকালে ২০০১ সালের পয়লা জানুয়ারি এ ভদ্রলোক ফতোয়াবিরোধী এক স্যুয়োমোটো রায় দিয়ে সারাদেশে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে সে ঐতিহাসিক এবং বিতর্কিত রায়ে তিনটি উল্লেখযোগ্য নির্দেশনা ছিল। এক. সব ধরনের ফতোয়া বেআইনী ঘোষণা করা হয়। দুই. ফতোয়াদানকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিবেচনা করে সংসদে আইন প্রণয়ন করার নির্দেশনা দেয়া হয়। তিন. ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংসদে যথাযথ আইন করার প্রস্তাব করা হয়। এ রায়ের ভালো-মন্দ বিবেচনা করা আমার এ লেখার মোটেও উদ্দেশ্য নয়। তবে, এ রায় প্রদানের মাধ্যমে বিচারপতি গোলাম রাব্বানীর অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক দর্শন যে বুঝতে পারা উচিত সেদিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। ফুলবাড়ী আন্দোলনের প্রাণ-পুরুষের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর আনু মুহাম্মদ। আমার জানা মতে এ অধ্যাপক বাংলাদেশের বাম রাজনীতির একজন বড়মাপের তাত্ত্বিক। এদিকে আবার সুশীল (?) সমাজের মুখপত্র প্রথম আলো গোষ্ঠীর সাথে তার সখ্যের বিষয়টি বোদ্ধামহলের মোটামুটি জানা। এ প্রথম আলো গোষ্ঠী বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদের ঘনিষ্ঠতম মিত্র এবং এশিয়া এনার্জিসহ সব বহুজাতিক কোম্পানির প্রচারকার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকাশনা সংস্থা। তেলে জলে নাকি মিশ খায় না? কিন্তু, এ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের কথিত শত্রু এবং প্রকাশ্য সহযোগীর মধ্যে সখ্য কেমন করে হলো সেটি বিশ্লেষণের দায়িত্ব অন্য বামপন্থী তাত্ত্বিকদের। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাত্ত্বিক কিংবা বামপন্থী কোনোটিই নই। পাঠকরা ইতোমধ্যেই জেনে গেছেন, আমার প্রবল ধর্মবিশ্বাস রয়েছে এবং আমি একজন নিয়মিতভাবে ধর্মীয় আচার পালনকারী মুসলমান। আমার সাথে সাম্রাজ্যবাদের দোসর, সেক্যুলারিস্ট সুশীল (?) সমাজের বৈরিতাও বেশ পুরনো এবং দেশের অনেক নাগরিকই এ বিষয়ে অবগত আছেন। মনে পড়ছে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ তার সুশীল বান্ধবদের পক্ষ নিয়ে প্রথম আলো গোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রকাশনায় আমার বিরুদ্ধে প্রত্যাশিতভাবেই

www.pathagar.com

একাধিকবার কলম ধরেছেন। বাংলাদেশে স্বঘোষিত সুশীল (?) সমাজের শ্রেণী-চরিত্র এ বাম ঘরানার তাত্ত্বিক জানেন না, এটি মনে করার কোনো কারণ নেই।

রাষ্ট্রের এবং জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট যেকোনো সংগ্রাম একটি জাতির জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এসব লড়াই-সংগ্রামে যারা নেতৃত্ব লাভের চেষ্টা করেন তাদের উদ্দেশ্য, চিন্তাচেতনা, দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। না হলে জনগণের বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। ফুলবাড়ী আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী ছয় ব্যক্তির মধ্যে সম্ভবত একজন ছাড়া সবাই চেতনাগতভাবে নাস্তিক, সেক্যুলার বা ইসলামবিরোধী এবং রাজনৈতিক আদর্শগতভাবে বাম অথবা আওয়ামী ঘরানার। এই মিলটি কাকতালীয় মনে করা হলে জনগণ আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবনে ব্যর্থ হবেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ২০০৬ সালে মধ্যপন্থী এবং ইসলামে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট দেশের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, ওই সময় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কোনো বামপন্থী মোর্চা শাসন ক্ষমতায় থাকলে আলোচিত নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণেই এশিয়া এনার্জির বিরুদ্ধে এত জঙ্গি অবস্থান গ্রহণ করতেন না অথবা করতে সক্ষম হতেন না। আমার এ দাবির প্রমাণস্বরূপ ১৯৯৮ সালে এশিয়া এনার্জির সাথে আওয়ামী লীগ সরকারের দেশের স্বার্থবিরোধী চুক্তির সময় এদের কারোর টিকিটির সন্ধানও যে পাওয়া যায়নি সে তথ্যটি উল্লেখ করা যায়। ফুলবাড়ী আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির জন্য অবশ্য আমার অরাজনৈতিকসুলভ সত্যভাষণও হয়তো কিছুটা দায়ী। সরকারবিরোধী গোষ্ঠী তখন দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্য নানা রকম ইস্যুর সন্ধান করছিল। জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামী রাজনৈতিক আদর্শের বিপরীত শক্তির সমন্বয়ে গঠিত তেল, গ্যাস রক্ষা কমিটি ঠিকই উপলব্ধি করেছিল, এশিয়া এনার্জির মাইনিং লাইসেন্স দেয়া তৎকালীন সরকারের পক্ষে সম্ভব তো ছিলই না, বরং এ বিষয়ে জ্বালানি মন্ত্রণালয় দেশের স্বার্থরক্ষায় যথেষ্ট কঠোর এবং যথার্থ অবস্থান গ্রহণ করেছিল। তৎকালীন সরকার যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তার মাধ্যমে চুক্তি সংক্রান্ত আগের ভুলগুলো আইনের কাঠামোর মধ্যেই সংশোধনের সুযোগও সৃষ্টি হয়েছিল। তারপরও শুধু সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তারা এশিয়া এনার্জির সাথে ১৯৯৮ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি বাতিলের অসময়োচিত এবং অযৌক্তিক দাবি উত্থাপন করে ফুলবাড়ীর জনগণকে অনেকাংশে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন আমি নিজ থেকে চুক্তিটিকে দেশের স্বার্থবিরোধী অভিহিত করায় আন্দোলনকারীরা এক প্রকার নৈতিক বৈধতা লাভ করে। সুশীল (?) সমাজের মুখপত্র প্রথম আলো গোষ্ঠী দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ অশান্ত করার আন্তর্জাতিক চক্রান্তের অংশ হিসেবে আন্দোলনকে তীব্রতর করার প্রচারণায় সোৎসাহে অংশগ্রহণ করে। বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় সাবেক সরকারের আমলে সম্পাদিত বিদেশী বিনিয়োগ সংবলিত চুক্তি বাতিলের দাবির প্রতি সমর্থন জানানো নৈতিক এবং কৌশলগত কারণে আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এশিয়া এনার্জির সাথে আওয়ামী লীগ সরকারের সম্পাদিত চুক্তিতে দেশের স্বার্থবিরোধী ধারাগুলোর বিষয়ে দেশবাসীকে অবহিত করে তার বিরোধিতা করা রাষ্ট্রের স্বার্থে আমি সঠিক মনে করেছি এবং একইভাবে দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই তেল, গ্যাস, বন্দর রক্ষা কমিটির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দাবির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়াকেও আমার

www.pathagar.com

কর্তব্য বিবেচনা করেছি। এক্ষেত্রে দেশের ভাবমর্যাদাই শুধু জড়িত ছিল না, চুক্তির আইনগত দিক সঠিকভাবে পর্যালোচনা করে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করাও সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। এশিয়া এনার্জির সাথে বাংলাদেশের চুক্তিতে খুব শক্ত সালিসি ধারা (Arbitration Clause) সন্নিবিষ্ট আছে। চুক্তি অনুযায়ী যথাযথ সালিসি প্রক্রিয়া অনুসরণ ছাড়া এ আন্তর্জাতিক চুক্তি একতরফাভাবে বাতিল করা হলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের দাবি উঠতে বাধ্য। আইনের এ সহজ বিষয়টি জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ বিশেষত সাবেক বিচারপতি গোলাম রাব্বানী অনুধাবন করতে পারেননি এটি আমার পক্ষে মেনে নেয়া কঠিন। একটি নির্বাচিত সরকারের সংবিধান প্রদত্ত মেয়াদকালের একেবারে শেষ সময় এমন একটি জটিল বিষয়ে অনমনীয় আন্দোলন গড়ে তোলার কোনো নৈতিক কিংবা আদর্শগত কারণ ছিল না। যে উদ্দেশ্যে আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি করে স্থানীয় জনগণকে একেবারে প্রশাসনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছিল সেটি ছিল সম্পূর্ণভাবেই সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট। স্বার্থান্বেষী মহলের সফল প্রচারণার মাধ্যমে সৃষ্ট রক্তাক্ত ফুলবাড়ীর দুঃখজনক অধ্যায় নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক।

তিন.

এশিয়া এনার্জির সাথে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার বিবেচনায় রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী বিষয়গুলো নিয়ে ফুলবাড়ীর রাজনীতির প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশদ আলোচনার চেষ্টা করেছি। এ পর্যায়ে প্রধানত আন্দোলনের রাজনৈতিক রূপটি পুনর্বার বিশ্লেষণের চেষ্টা করব। ধারণা করছি আমার এ বিশ্লেষণের ফলে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে একটি তথ্যভিত্তিক সুস্থ বিতর্কের সুযোগ তৈরি হবে। এর আগে জাতিকে এসব বিষয়ে একতরফা বক্তব্যই অব্যাহতভাবে সরবরাহ করা হয়েছে। চারদলীয় জোট সরকারের সাংবিধানিক আয়ুষ্কাল যখন আর মাত্র মাস তিনেক বাকি সে রকম সময়ে কথিত তেল গ্যাস খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি তাদের আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নেয়ার কৌশল গ্রহণ করার বিষয়টি আগের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। এশিয়া এনার্জির সাথে চুক্তি বাতিল করতে হবে, কয়লা নীতি প্রণয়ন করা যাবে না, এবং উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লাখনি উন্নয়ন নিষিদ্ধ করতে হবে - মূলত এ তিনটি দাবিকেই উপজীব্য করে বিভিন্ন উপায়ে জনমত তৈরির কার্যক্রম বেগবান করা হয়। ফুলবাড়ী এলাকায় এশিয়া এনার্জির অতি উৎসাহী কার্যকলাপ এবং স্থানীয় জনগণের সাথে সরকারের প্রয়োজনীয় যোগাযোগ স্থাপনে ব্যর্থতার ফলে সামগ্রিক পরিস্থিতি আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দের পক্ষে চলে যায়। সরকারের সাথে এশিয়া এনার্জির মাইনিং লীজ বিষয়ক কোনো আলোচনা হওয়ার আগেই কোম্পানিটির কর্মকর্তারা ফুলবাড়ী এলাকায় তাদের পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই নানা রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করে যা পরবর্তী ঘটনাবলীতে একেবারেই অপরিপক্ব চিন্তা হিসেবে প্রমাণিত হয়। এলাকার অতি স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি চাকরি এবং ব্যবসায়ের মাধ্যমে এশিয়া এনার্জির কার্যক্রম থেকে সম্ভবত লাভবান হলেও এর ফলে সুবিধালাভে বঞ্চিত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ক্ষোভের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তেল গ্যাস রক্ষা কমিটি এ সুযোগ গ্রহণ করে এবং সাফল্যজনকভাবে এলাকার অসন্তুষ্ট জনগোষ্ঠীকে আন্দোলনমুখী করে তোলে। জ্বালানি মন্ত্রণালয় ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় এবং ফুলবাড়ীর

www.pathagar.com

স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সরাসরি গঠনমূলক আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করার অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যায়। কয়লাখনি উন্নয়নবিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত না করার দায়দায়িত্ব তৎকালীন জ্বালানি উপদেষ্টা হিসেবে বহুলাংশে এই নিবন্ধকারের ওপরেও বর্তায়। সমস্যা নিরসনে আমি অন্তত এলাকার বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা চাইতে পারতাম এবং আমার পদে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি থাকলে তিনি নিশ্চিতভাবে এমন পদক্ষেপই গ্রহণ করতেন। কিন্তু জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে আমার ষোল মাসের দায়িত্ব পালনকালে রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণী বিষয়কে আমি সম্পূর্ণভাবেই দলীয় রাজনীতিবহির্ভূত রাখতে সচেষ্ট ছিলাম। সম্ভবত একজন পেশাজীবির রাজনীতিবিমুখ মানসিকতার ফলেই রাষ্ট্র পরিচালনার কোনো ক্ষেত্রই যে রাজনীতিবহির্ভূত হতে পারে না এ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে আমি ব্যর্থ হয়েছিলাম। জোট সরকারের প্রতিপক্ষ গোষ্ঠী মন্ত্রণালয়ের সাথে এলাকার মানুষের দূরত্বের এ সুযোগ কাজে লাগাতে কোনোরকম কালক্ষেপণ কিংবা কার্পণ্য করেনি। তারা অর্ধসত্য ও মিথ্যার সমন্বয়ে বিকৃত তথ্য সরবরাহ করে স্থানীয় জনগণকে প্রায় বিনা বাধায় একই সাথে এশিয়া এনার্জি এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তুলতে সমর্থ হয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন মাত্র কিছু দিন আগের কানসাট ট্র্যাজেডি ফুলবাড়ীর পরিস্থিতিকে তখনো ভীষণরকম সংবেদনশীল করে রেখেছিল।

এমনই এক উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে দেশের খনিজসম্পদ স্বউদ্যোগে রক্ষার মহান দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় কমিটি ২৫ আগস্ট, ২০০৬ তারিখে ফুলবাড়ীতে বিক্ষোভের কর্মসূচি প্রদান করে। পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী ঢাকা থেকে আগত নেতৃবৃন্দ আন্দোলনরত জনতাকে উত্তেজিত করে এশিয়া এনার্জির স্থানীয় কার্যালয় আক্রমণের উদ্যোগ নিলে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গুলিবর্ষণ করতে বাধ্য হয় এবং ছয়টি অমূল্য প্রাণ বিসর্জনের মাধ্যমে ফুলবাড়ী ট্র্যাজেডি সংঘটিত হয়। তেল গ্যাস রক্ষা কমিটির নেতৃবৃন্দ অবশ্য দাবি করে থাকে যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে বিনা প্ররোচনায় নাকি এ গুলিবর্ষণ করা হয়। এ পরস্পরবিরোধী বক্তব্যসংক্রান্ত বিতর্ক পরিহার করে এটুকু নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে স্থানীয় প্রশাসনের শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থতা এবং ঢাকা থেকে আগত নেতৃবৃন্দের সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থের হঠকারী ও দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মসূচির সমন্বয়েই এ বিয়োগান্ত ঘটনাটি ঘটে। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার যেকোনো সংগ্রামেই প্রাণ বিসর্জন নিঃসন্দেহে মহত্তম ত্যাগ স্বীকার। কিন্তু একই সাথে যারা লড়াই সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করবেন তাদের স্মরণে রাখা আবশ্যক যে মানব প্রাণের চেয়ে অমূল্য আর কিছুই হতে পারে না। কাজেই প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে অপ্রয়োজনে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা জনস্বার্থবিরোধী রাজনীতি ব্যতীত অন্য কিছু নয়। নেতৃবৃন্দ নিরাপদে এবং আড়ালে অবস্থান করে ফুলবাড়ীর উত্তেজিত জনতাকে চরম বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে তেল গ্যাস রক্ষার স্বঘোষিত জাতীয় কমিটি তাদের সুযোগসন্ধানী রাজনৈতিক চরিত্রের প্রমাণ দিয়েছেন। ২০০৬ সালের ২৬ আগস্ট ফুলবাড়ীতে দুঃখজনকভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে আন্দোলনকারীদের নিহত এবং আহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণকল্পে আলোচনার জন্য রাজশাহীর মেয়র মিজানুর রহমান মিনু এমপিকে ঘটনাস্থলে প্রেরণ করে। জনাব মিনু পার্বতীপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দের সাথে

www.pathagar.com

আলোচনাক্রমে এক সমঝোতায় উপনীত হন। জনাব মিজানুর রহমান মিনু এবং অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে এশিয়া এনার্জির সাথে চুক্তি বাতিল করা হবে, বাংলাদেশে কোনো জায়গায় উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লাখনি উন্নয়ন করা হবে না এবং আন্দোলনে নিহত, আহত ও বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। এবার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যে, এতগুলো অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে সেদিন ফুলবাড়ীর জনগণের প্রকৃতপক্ষে আদৌ কোনো অর্জন হয়েছিল কিনা আর হয়ে থাকলে তার মূল্য কত ?

প্রথমেই এশিয়া এনার্জির সাথে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি বাতিলের দাবি প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক। যেকোনো সার্বভৌম রাষ্ট্র জাতির বৃহত্তর স্বার্থে বিদেশী কোম্পানির সাথে আগের সম্পাদিত বাণিজ্যসংক্রান্ত চুক্তি বাতিল করার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেই পারে। তবে এ জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার (WTO) সাথে চুক্তিবদ্ধ একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্র। সুতরাং বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা, দেশের সার্বিক ভাবমর্যাদা ও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থ, বাংলাদেশের মতো একটি ক্ষুদ্র দেশের সক্ষমতা এবং চুক্তি বাতিলজনিত ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গ সম্বন্ধে বিশদ বিচার বিশ্লেষণ সম্পন্ন করেই একটি দায়িত্বশীল সরকারকে এ প্রকৃতির চুক্তি বাতিল করা-না করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে হুজুগ কিংবা যুক্তিবিবর্জিত আবেগের কোনো স্থান নেই। বাংলাদেশ সরকার এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া কেমন হওয়া উচিত সে আলোচনায় আসার আগে সোজাসুজিই বলছি যে চুক্তি বাতিলের ক্ষেত্রে মিজানুর রহমান মিনু ও অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক একটি অপ্রয়োজনীয়, আইনগত ভিত্তিহীন কাগজ মাত্র। আমার এ সরাসরি বক্তব্য সংশ্লিষ্টদের কাছে তিক্ত ও অপ্রিয় মনে হতে পারে তবে এটিই কঠিন বাস্তবতা। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে আন্তর্জাতিক আইনকানুন বোঝার মতো মেধা থাকতে হবে। শুধু জনগণের সম্মিলিত আবেগকে পুঁজি করে এ ধরনের লড়াই করতে গেলে তাতে রাষ্ট্র এবং জনগণ বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। এ ধরনের স্বল্প মেধাসম্পন্ন, আবেগনির্ভর বিরোধিতাকে পরাশক্তি নিজস্বার্থে বরং স্বাগতই জানাবে। বলাই বাহুল্য, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ার প্রায় ১৮ মাস অতিবাহিত হলেও এশিয়া এনার্জির সাথে সম্পাদিত চুক্তি সরকারের পক্ষে এখন পর্যন্ত বাতিল করা সম্ভব হয়নি। নীতিনির্ধারকদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হচ্ছে যে এ চুক্তি বাতিলের ফলে যদি বাংলাদেশকে একটি বিপুল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হয় সে ক্ষেত্রে সে অর্থ প্রদানের দায়দায়িত্ব কে বহন করবে ? সমঝোতা স্মারকে বাংলাদেশের কোথাও উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লাখনি উন্নয়ন না করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার বিবেচনায় এটিও একটি তাৎক্ষণিক, খামখেয়ালিমূলক সিদ্ধান্ত এবং রাষ্ট্রের এ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আমার বিবেচনায় শুধু জাতীয় সংসদ সংরক্ষণ করে। এখানে কোনো ব্যক্তি অথবা স্বঘোষিত কমিটির হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ নেই। তদুপরি, জ্বালানির চাহিদা, প্রাপ্যতা, আন্তর্জাতিক মূল্য এবং প্রযুক্তির যথাযথ বিশ্লেষণ ব্যতীত বাংলাদেশের ১৫ কোটি মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হওয়ার এ হঠকারী পন্থা সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য। আমার জানা মতে ক'দিন আগে যে খসড়া কয়লানীতিটি সরকারের বিবেচনার জন্য জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে

www.pathagar.com

আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সেখানে পরীক্ষামূলকভাবে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লাখনি উন্নয়নের সুযোগ রাখা হয়েছে। দেশের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির প্রণীত এ খসড়া কয়লানীতি আগামী নির্বাচিত সংসদ কর্তৃক গৃহীত হলে জনাব মিনু ও অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের সমঝোতা স্মারক কেবল ইতিহাসের অংশ হয়েই থাকবে। তাহলে এতগুলো প্রাণের বিনিময়ে অর্জন কি কিছুই হলো না ? অর্জন হয়েছে তবে সেটি প্রধানত প্রফেসর আনু মুহাম্মদ ও বিচারপতি গোলাম রাব্বানীর ব্যক্তিগত সুবিধা লাভ। একজন অর্থনীতিবিদ এবং একজন আইনবিদ ফুলবাড়ীর জনগণের রক্তের বদৌলতে জ্বালানি বিশেষজ্ঞরূপে বাংলাদেশে আবির্ভূত হয়েছেন। দেশের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের টকশোগুলোতে তাদের নিয়মিত ও সরব উপস্থিতির মধ্যেই এখন সীমাবদ্ধ হয়েছে ফুলবাড়ীর জনগণের আত্মত্যাগের ফসল। কতগুলো প্রচণ্ড সাহসী মানুষকে ব্যবহার করা হয়েছে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির সোপান হিসেবে। এ তথ্যটি মোটামুটি সবারই জানা যে প্রফেসর আনু মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একজন অধ্যাপক। আমার বিবেচনায় আইনগতভাবে এবং নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত একজন শিক্ষক সরকারের বিরুদ্ধে কোনো জঙ্গী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারেন না। এ নিবন্ধটি লিখার সময়ে ফুলবাড়ীর তুলনায় অনেক ঠান্ডা প্রকৃতির আন্দোলনে জড়িত হওয়ার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষক কারাগারে আটক থেকে যথেষ্ট কষ্টকর এবং দীর্ঘ সাজা খেটে মুক্তি লাভ করেছেন। একই দৃষ্টিকোণ থেকে ফুলবাড়ী আন্দোলনের প্রধান বিপ্লবী নেতা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার আগে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে ইস্তফা প্রদানের নৈতিক দায়িত্ব ছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ দায়িত্বটি পালন করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

এশিয়া এনার্জির সাথে বাংলাদেশ সরকারের স্বাক্ষরিত বহু বিতর্কিত চুক্তিটি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা ব্যতীত ফুলবাড়ীর রাজনীতির এ বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থেকে যায় বলেই আমি মনে করি। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এটি বাতিলের ক্ষমতা একতরফাভাবে এবং অবশ্যই অন্যায়ভাবে শুধু লীজগ্রহীতাকে দেয়া হয়েছে। লীজগ্রহীতা কর্তৃক চুক্তি বাতিলসংক্রান্ত ৫৭ নম্বর ধারাটি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

" 57. Right of Lessee to Terminate Lease
Without prejudice to any obligation or liability imposed by or incurred under the terms and conditions hereof the Lessee may at any time during the term hereby granted or any renewal thereof, terminate this lease by giving to the Government not less than six months previous notice in writing to that effect."

(৫৭. লীজগ্রহীতা কর্তৃক লীজ বাতিলকরণ
লীজগ্রহীতা বর্তমান চুক্তির মেয়াদকালীন সময়ে সরকার পক্ষকে কমপক্ষে ছয় মাসের আগাম লিখিত নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে এ লীজ চুক্তি বাতিল করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে লীজগ্রহীতাকে কোন রকম ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে না কিংবা তাদের কোন দায়বদ্ধতা থাকবে না।)

www.pathagar.com

কোনো এক রহস্যজনক কারণে আলোচ্য চুক্তিতে উপরোক্ত ধারার মতো করে সরকারপক্ষের চুক্তি বাতিল করার সরাসরি কোনো সুযোগ সংরক্ষণ করা হয়নি। তবে চুক্তির ৬৮ নম্বর ধারা (Power of Revocation) অনুযায়ী লীজগ্রহীতা বার্ষিক ফি এবং রয়্যালটি দিতে ব্যর্থ হলে সরকারপক্ষ কোম্পানি অধিগ্রহণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ লীজগ্রহীতার কার্যক্রমের ওপরই নির্ভর করছে সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপ। লীজগ্রহীতা খনি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন না করলেই কেবল চুক্তি বাতিলের জন্যে একটি প্রক্রিয়ার কথা চুক্তিতে বলা হয়েছে। কাজেই চুক্তি বাতিলের দাবি যারা উত্থাপন করেছেন আমার বিবেচনায় হয় তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞতাবশত কিংবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে সরকারকে বিব্রত করার জন্যেই এ অবিমৃশ্যকারী আচরণ করেছেন। ফুলবাড়ীর আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক গোষ্ঠীগত উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহৃত একটি শ্লোগান ব্যতীত আর কিছু ছিল না। একটি বিশেষ কোম্পানির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়াকে যদি আমরা আন্তর্জাতিক কিংবা আঞ্চলিক পরাশক্তির বিরুদ্ধে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই এর সমার্থক বিবেচনা করতে আরম্ভ করি তাহলে বুঝতে হবে একবিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের স্বরূপ বোঝার ক্ষেত্রে বড় রকম ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। যদি আমরা প্রকৃতপক্ষেই জাতীয় স্বার্থ রক্ষার মহৎ চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে থাকি তাহলে এশিয়া এনার্জির চুক্তি সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে আমাদের ১৯৯৮ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির ৬ নম্বর ধারার সহায়তা গ্রহণ করাটাই বিজ্ঞতার পরিচায়ক হবে। সংশ্লিষ্ট ধারায় বলা হয়েছে, 'The Assignee shall comply with the provisions of the Mines and Mineral Rules, 1968 (as amended from time to time) and other applicable laws.' (লীজগ্রহীতা মাইনস অ্যান্ড মিনারেলস রুলস, ১৯৬৮ (বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন মেনে চলবে।)

চুক্তির জাতীয় স্বার্থবিরোধী অংশকে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে উপরোল্লিখিত ধারায় প্রদত্ত সুযোগটি গ্রহণ করার জন্য সর্বপ্রথমে আমাদের অবশ্যই একটি কয়লানীতি প্রণয়ন করতে হবে এবং পরে সে কয়লানীতির আলোকেই মাইনস অ্যান্ড মিনারেলস রুলস, ১৯৬৮ সংশোধন করা প্রয়োজন। আমি জ্বালানি উপদেষ্টার দায়িত্বে থাকাকালে এ যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপটিই যে গ্রহণ করতে চেয়েছিলাম তার বিশদ বর্ণনা আগের দুই অধ্যায়ে দিয়েছি। এখন সরকারি দায়িত্বে আর না থাকলেও আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে জোট সরকারের জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কৌশল ফুলবাড়ীর জনগণ এবং দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য অধিকতর বাস্তবমুখী, আইনানুগ ও কার্যকর কৌশল ছিল। স্বতঃপ্রণোদিতভাবে যারা দেশের খনিজসম্পদ রক্ষার মহান দায়িত্ব এককভাবে নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন তারা যখনই রাষ্ট্রের একটি নীতি প্রণয়নে বিরোধিতা করেন তখন সঙ্গত কারণেই তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। দেশ পরিচালনায় অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য যখন একটি নীতিমালা তৈরি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় তখন প্রকৃত দেশপ্রেমিক বিশেষজ্ঞদের দায়িত্ব হচ্ছে তথ্য এবং যৌক্তিক বিশ্লেষণ দিয়ে সরকারের সে কাজে সহায়তা প্রদান করা। ফুলবাড়ী তথা বাংলাদেশের কয়লাসম্পদ উন্নয়নের কৌশল উদ্ভাবনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত স্বঘোষিত বিশেষজ্ঞদের উদ্দেশ্যমূলক নেতিবাচক মনোভাব, কাজ-কারবার দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে।

www.pathagar.com

কয়লার সম্ভাবনা ও সমস্যা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে ফুলবাড়ী উপাখ্যানের সমাপ্তি টানব। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে প্রাপ্ত এবং সম্ভাব্য জ্বালানি সম্পদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লাই প্রধান। জ্বালানি তেলের সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি যদিও আমরা আশা করে থাকি যে বঙ্গোপসাগরে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হলে এবং আল্লাহর রহমত হলে হয়তো জ্বালানি তেলও পাওয়া যেতে পারে। বিগত দুই দশক ধরে দেশে শিল্পায়নের একটি ইতিবাচক ধারা ক্রমেই দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। তবে শিল্পে ব্যবহৃত জ্বালানির জন্যে আমরা অতিমাত্রায় প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের উৎপাদিত বেশকিছু শিল্পজাত পণ্য যে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান তৈরি করতে পেরেছে, তার একটি প্রধান কারণ স্বল্পমূল্যে এ প্রাকৃতিক গ্যাস প্রাপ্তি। বাংলাদেশে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে শ্রমঘন শিল্পায়নের গতি দ্রুতহারে বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। সমস্যা হলো আমাদের উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাসের পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি আমরা ব্যবহার করছি শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এবং এ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের শিল্প খাতের স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। তদুপরি দেশের বর্তমান বিদ্যুৎ সঙ্কট নিরসনের জন্য নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোও গ্যাসভিত্তিক স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে বিদ্যুৎ খাতে গ্যাসের চাহিদা আরো বৃদ্ধি পাবে। কাজেই জাতির বৃহত্তর স্বার্থে যত দ্রুত সম্ভব দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য বিকল্প জ্বালানির সন্ধান না করতে পারলে গ্যাসের সঙ্কটের ফলে আমাদের শিল্প খাত তার প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে এবং দেশের অর্থনীতি ভয়াবহ সঙ্কটে পতিত হবে। এ সমস্যার সমাধানকল্পে দেশের উত্তরাঞ্চলে বড়পুকুরিয়ার মতো অধিক হারে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যতীত আর কোনো পথ খোলা আছে বলে আমি মনে করি না। বড়পুকুরিয়া ও ফুলবাড়ী ছাড়াও দীঘিপাড়া কয়লা বেসিনে বাংলাদেশের অন্যতম সম্ভাবনাপূর্ণ কয়লা ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এ বেসিনে অনুসন্ধান কূপ খনন করে যে কয়লা পাওয়া গেছে তা অত্যন্ত উচ্চ মানের, কম সালফারযুক্ত কয়লা। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশের প্রতিবেদন অনুযায়ী দীঘিপাড়ায় কয়লার প্রমাণিত মজুদ ১০৫ মিলিয়ন টন এবং সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ ৬০০ মিলিয়ন টন পর্যন্ত হতে পারে। আমাদের জ্বালানির এ অমূল্য সম্পদ রাষ্ট্রের স্বার্থে ব্যবহারের জন্য স্বচ্ছ পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে ইতোমধ্যে আমরা অনেক বিলম্ব করে ফেলেছি। স্মরণে রাখা প্রয়োজন একটি কয়লাখনি পাওয়ার পর তার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। এ মুহূর্তেই যদি কোনো কয়লাখনি উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সে খনি থেকে কয়লা উৎপাদন করতে ৭ থেকে ১০ বছর সময় প্রয়োজন হবে। তদুপরি অনভিজ্ঞতাজনিত কারণে আমাদের দেশে খনি উন্নয়ন কর্মী এবং প্রকৃত বিশেষজ্ঞের মারাত্মক অভাব রয়েছে। বর্তমানে দেশে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সরকার ও সংসদ না থাকায় সমস্যা জটিলতর হয়েছে। দেশের জ্বালানিসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন শুধু যে একটি নীতিনির্ধারণী কাজ তাই নয়, এর সাথে রাষ্ট্রের স্বাধীন অস্তিত্বও জড়িয়ে আছে। মধ্যপ্রাচ্যে আজ আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের যে আগ্রাসন চলছে তার মূলেও রয়েছে জ্বালানিসম্পদ করায়ত্ত করার প্রচেষ্টা। জ্বালানি খাত-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো রকম আইনগত অথবা নৈতিক ক্ষমতা বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক অনির্বাচিত সরকারের থাকার কথা নয়। অথচ সিদ্ধান্তহীন সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের একজন নাগরিক

www.pathagar.com

হিসেবে আমি মনে করি বর্তমান সরকার একটি খসড়া কয়লানীতি প্রণয়ন করে পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের অনুমোদনের জন্য উপদেষ্টা পরিষদের আনুষ্ঠানিক সুপারিশসহ রেখে যেতে পারে। পরবর্তী নির্বাচনে যে দলই জয়লাভ করুক তারা সে সুপারিশকৃত খসড়া কয়লানীতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি গঠন করে সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে জাতীয় কয়লানীতি অনুমোদন করবে। এ অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজটি নির্বাচিত সরকারের প্রথম ১০০ দিনের কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। রাষ্ট্রের সম্পদবিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দলীয় সঙ্কীর্ণতাকে অতিক্রম করা প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে শুধু নিজ দলের সমর্থকদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কুফল আমাদের পাশের দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রাম নামক স্থানে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সিপিএম সরকার আমাদের ফুলবাড়ী প্রকৃতির আন্দোলন দমনে দলীয় ক্যাডারদের ব্যবহার করার ফলে নন্দীগ্রামে প্রাণহানি এবং হিংসাত্মক ঘটনা অধিকহারে সংঘটিত হয়েছে। যা-ই হোক, নন্দীগ্রামের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে জানার পর মনে হচ্ছে স্থানীয় বিএনপি এবং জোট নেতৃবৃন্দকে ফুলবাড়ীর সমস্যায় সম্পৃক্ত না করার ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত বোধহয় সঠিকই ছিল। সরকারি দায়িত্ব পালনের বছর পাঁচেকের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সরকারের সদিচ্ছা প্রদর্শনের পরেও এক শ্রেণীর 'বিশেষজ্ঞ' সরকারের যেকোনো সিদ্ধান্তের সমালোচনা করবেন। তবে নীতিনির্ধারকবৃন্দ স্বচ্ছতার প্রমাণ দিতে পারলে সে সমালোচনার কোনো নৈতিক ভিত্তি থাকবে না এবং জনগণও সম্ভবত সমালোচনাকারীদের প্রত্যাখ্যান করবে। যেকোনো নিয়মতান্ত্রিক দেশে শেষাবধি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়াটাকেই আইনের শাসন হিসেবে বিবেচনা করা কর্তব্য। আমাদের দেশের জনগণেরও সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা এবং অপতৎপরতা সম্বন্ধে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কতদিন ধরে আর আমরা হীন রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকব, সেটি বিবেচনা করার সময় এসেছে।

www.pathagar.com

ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপ সংযোগের নেপথ্যে

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার অদূরে বঙ্গোপসাগরে মিয়ানমার প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী ৬ টিসিএফ মজুদবিশিষ্ট একটি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করে সেখানে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কর্মসূচি সমাপ্ত করেছে। মিয়ানমারের গ্যাস সমৃদ্ধ এ-ওয়ান ব্লকটিতে দক্ষিণ কোরিয়ার দেইয়ু ইন্টারন্যাশনাল, ভারতের তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি, ভারতের গেইল (GAIL) ইন্ডিয়া লিমিটেড ও কোরিয়া গ্যাস করপোরেশনের যথাক্রমে ৬০, ২০, ১০ এবং ১০ শতাংশ মালিকানা রয়েছে। এ গ্যাসক্ষেত্রের অদূরেই এ-থ্রি গ্যাসক্ষেত্রের ১০০ ভাগ মালিকানা দেইয়ু করপোরেশনের থাকলেও ভারতের গেইল (GAIL)-কে আবার ওই ব্লকের গ্যাস বাজারজাতকরণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আমরা অনেকেই জ্ঞাত আছি যে, এশিয়া মহাদেশে বর্তমানে দু'টি পরাশক্তির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে অপ্রকাশ্য অথচ তীব্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রতিযোগিতা চলছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে উভয় দেশই আমাদের অতি নিকট প্রতিবেশী এবং দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক উপাদান হিসেবে এ দুই দেশেরই আমদানিকৃত জ্বালানি চাহিদার বাৎসরিক গড় বৃদ্ধি বিশ্বের অন্য সব দেশকে ইতোমধ্যেই ছাড়িয়ে গেছে। পাঠকরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন যে, আমি চীন ও ভারত নিয়েই আলোচনা করছিলাম। মিয়ানমারে সাম্প্রতিককালে প্রাপ্ত এ গ্যাসক্ষেত্রের উৎপাদিত গ্যাস ক্রয়ের জন্য স্বাভাবিকভাবেই চীন ও ভারত উভয়েই বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। গ্যাসপ্রাপ্তির এ প্রতিযোগিতায় কে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবে তা প্রধানত দু'টি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমটি অবশ্যই গ্যাসের প্রতিযোগিতামূলক এবং দ্বিতীয়টি এ গ্যাস পরিবহনের প্রযুক্তিগত ও কারিগরি সম্ভাব্যতা। আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তিদ্বয়ের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে বাংলাদেশের আবশ্যিক প্রাসংগিকতা শুরু হয়েছে গ্যাস পরিবহনের পন্থাকে কেন্দ্র করেই।

মিয়ানমারের আলোচিত গ্যাসক্ষেত্রটিতে যেহেতু ভারতের বিনিয়োগ রয়েছে সে কারণে প্রাথমিক পর্যায়ে মিয়ানমার সরকারও ভারতেই গ্যাস বিক্রয়ে অধিকতর উৎসাহী ছিল। এ প্রেক্ষিতেই সে দেশের রাজধানী ইয়াংগুনে ১২ ও ১৩ জানুয়ারি, ২০০৫ তিন দেশের জ্বালানিমন্ত্রীত্রয় বাংলাদেশের এ কে এম মোশারফ হোসেন, ভারতের মনিশংকর আইয়ার এবং মিয়ানমারের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল লুন থি ত্রিপক্ষীয় আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনাকালে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নিম্নবর্ণিত তিনটি শর্ত উত্থাপন করা হয় ঃ ১. নেপাল ও ভুটান থেকে বাংলাদেশ জলবিদ্যুৎ আমদানির জন্য চুক্তিবদ্ধ হলে ভারত প্রয়োজনীয় ট্রানজিট সুবিধা প্রদান করবে। ২. নেপাল ও ভুটানের সাথে বাংলাদেশের সম্ভাব্য স্থল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারত প্রয়োজনীয় সংযোগ সড়ক প্রদান করবে। ৩. বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে বর্তমান বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করার লক্ষ্যে ভারত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

ভারত উপরোক্ত শর্ত তিনটিকে সমঝোতা স্মারকের অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এ বিষয়টিকে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব করে। এমতাবস্থায়, কোনো চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব না হওয়ায় ১৩ জানুয়ারি একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে মন্ত্রী পর্যায়ের ত্রিপক্ষীয় আলোচনাটি সমাপ্ত হয়।

উপরোল্লিখিত মন্ত্রীপর্যায়ের আলোচনার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে ওই বছরই ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি ইয়াংগুনে বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে যৌথ কারিগরি-বাণিজ্যিক কার্যনির্বাহী কমিটির (Techno Commercial Working Committee) প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই কমিটিতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পেট্রোবাংলার তৎকালীন চেয়ারম্যান এস আর ওসমানী এবং পরিচালক (অপারেশন) খন্দকার আব্দুস সালেক অংশগ্রহণ করেন। দুই দিনব্যাপী আলোচনা শেষে স্ব-স্ব দেশের নীতিনির্ধারকদের ভবিষ্যৎ সম্মতিসাপেক্ষে ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপলাইন বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারকের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করা হয়। কিছুটা বিস্ময়করভাবে ওই সমঝোতা স্মারকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একান্ত অপরিহার্য শর্ত তিনটি শুধু মুখবন্ধে সন্নিবিষ্ট করা হয় এবং মূল চুক্তিতে এ বিষয়ে কোনোরূপ উল্লেখ না থাকায় সমঝোতা স্মারকে বাংলাদেশের স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি বলেই প্রতীয়মান হয়। কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বর্ণিত সমঝোতা স্মারকটি কোনো এক সুবিধাজনক সময়ে ঢাকায় স্বাক্ষরিত হবে। পরে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য জ্বালানি মন্ত্রণালয় থেকে সরকারিভাবে প্রস্তাব করা হলে তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকারের শীর্ষ নেতৃত্ব বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষিত না হওয়ার কারণে একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিকের মতোই সে প্রস্তাব অনুমোদনে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

বহুল আলোচিত ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্পের এমনই এক অচলাবস্থা চলাকালীন ২০ জুন, ২০০৫ এ নিবন্ধকারকে সরকার জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্ব প্রদান করে। ওই বছরই সেপ্টেম্বর মাসের ৫ তারিখে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খানের আমন্ত্রণে ভারতীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী মনি শংকর আইয়ার এক দিনের সফরে বাংলাদেশে আগমন করেন। গ্যাস পাইপলাইনের বিষয়ে মি. আইয়ার এবং তার সফর সংগীদের সাথে বাংলাদেশ সরকারের জ্বালানি মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এবং নিবন্ধকারের নেতৃত্বে শেরাটন হোটেলে অর্ধদিবসব্যাপী একটি দরকষাকষি অথবা মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, এ আলোচনার ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত একটি স্মারক মোরশেদ খানের আমন্ত্রণে সরকারিভাবে সান্ধ্য ভোজসভাকালীন সময়ে স্বাক্ষরিত হবে। সমঝোতা স্মারকটি প্রস্তুত করার জন্য বাংলাদেশ পক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করে। রাতের প্রত্যাশিত ভূরিভোজটি যে নিবন্ধকার এবং মি. মনি শংকরের মধ্যকার প্রচন্ড মতবিরোধের কারণে প্রায় পরিত্যক্ত হবে এ রকম কোনো আশংকা ঘূণাক্ষরেও তখন অবধি কোনো পক্ষের মনেই উদিত হয়নি। যাহোক, ভোজের নির্ধারিত সময়ে প্রধান টেবিলে বাংলাদেশ সরকারের সব বিশাল ও ক্ষমতাবান মন্ত্রীদের সাথে আমার মতো ব্রাত্যজনেরও বসার ব্যবস্থা হয়েছিল প্রধান অতিথির সাথেই। জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে আমার সহকর্মীদের প্রস্তুতকৃত দিনব্যাপী আলোচনার খসড়াটি দেখামাত্র মনি শংকর আইয়ারের প্রচন্ড ধৈর্যচ্যুতি ঘটল এবং তিনি বোধ হয় খানিকক্ষণের জন্য হলেও বিস্মৃত হয়েছিলেন যে, ভোজসভাটি ভারতে নয়, স্বাধীন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

ঘটনার আকস্মিকতায় ভোজসভার আয়োজনকারী বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমার অবিমৃষ্যকারিতাজনিত একগুঁয়েমিতে টের পাচ্ছিলাম যে, আমাদের বড় বড় মন্ত্রী যারপরনাই বিরক্ত হচ্ছেন। কিন্তু আমি কোনো চাপের মুখেই ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিলাম না। শেষ পর্যন্ত মি. আইয়ার নিজেই বাংলাদেশস্থ তৎকালীন ভারতীয় হাইকমিশনার বীণা সিক্রিকে দ্বিপক্ষীয় স্মারকের বিষয়ে নতুন করে ডিক্টেশন দিতে শুরু করলেন। তার ইংরেজির ব্যুৎপত্তি আমাদের সবারই জানা এবং ডিক্টেশনটি তিনি বেশ স্বল্প সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত করলেন। মজার ব্যাপার হলো, ডিক্টেশন শেষে যে দলিলটি প্রস্তুত হলো তার সাথে আমি অন্তত আমাদের সহকর্মীদের প্রস্তুতকৃত দলিলের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য খুঁজে পাইনি। ওই দলিলটি এখনো নিশ্চয়ই জ্বালানি এবং পররাষ্ট্র উভয় মন্ত্রণালয়ের নথিতেই পাওয়া যাবে। ডিক্টেশন দেয়া শেষ করেই মি. আইয়ার প্রায় অভুক্ত অবস্থাতেই রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'পদ্মা' থেকে বিমানবন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। আমার ধারণা, এর চেয়ে নিরানন্দময় এবং বিব্রতকর আর কোনো অনুষ্ঠান 'পদ্মা'য় কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি।

যাহোক, এ ঘটনার অব্যবহিত পর ভারত সরকার মি. আইয়ারের দফতর পরিবর্তন করে এবং তাকে তুলনামূলকভাবে একটি কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতিবিষয়ক অনেক বোদ্ধা ধারণা করে থাকেন যে, মি. আইয়ারের দৃশ্যত পদাবনতির পেছনে তার ঢাকায় ডিক্টেশন দেয়া দলিলটি মুখ্য ভূমিকা রেখেছিল। জনশ্রুতি অনুযায়ী ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী নটবর সিং নাকি বিষয়টিকে তার মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে মনি শংকরের অনধিকারচর্চা হিসেবেই বিবেচনা করেছিলেন। এ সবই বিশ্লেষকদের বক্তব্য এবং প্রকৃত নেপথ্য কাহিনী অবশ্যই আমাদের অজ্ঞাত। চারদলীয় জোট সরকারও তাদের ক্ষমতাকালীন বাকি সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক জটিলতা এবং সিদ্ধান্তহীনতার কারণে এ বিষয়ে মনোনিবেশ করতে পারেনি এবং দায়িত্ব ত্যাগ করা পর্যন্ত ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপলাইনের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও সম্ভব হয়নি। তবে ভারতের তরফ থেকে গ্যাস লাইনের অধিকার লাভের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ গত সরকারের শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এবং সে দেশের সংবাদপত্র নিয়মিতভাবে বলে গেছে যে, এ গ্যাস পরিবহনের জন্য বাংলাদেশের সহযোগিতার কোনো প্রয়োজন নেই বিধায় আমাদের তিনটি শর্তের কোনোটিই ভারত সরকারের বিবেচনার প্রশ্ন ওঠে না। ভারতের জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা এবং জ্বালানিবিষয়ক কর্মকর্তারা বাংলাদেশকে বাদ দিয়েই চারটি বিকল্পের মাধ্যমে গ্যাস পরিবহন সম্ভব বলে দাবি করতেন বা এখনো করে থাকেন। তাদের প্রস্তাবিত বিকল্পগুলো হলো, মিয়ানমারের গ্যাসকে এলএনজিতে পরিবর্তন করে ট্যাংকারের মাধ্যমে ভারতে পরিবহন, গ্যাসকে সিএনজিতে পরিবর্তন করে বার্জের মাধ্যমে পরিবহন, বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার বাইরে দিয়ে গভীর সমুদ্রতলে পাইপলাইন স্থাপন এবং বাংলাদেশের ভূসীমা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে নাগাল্যান্ডের পাহাড়সংকুল এবং নাগা বিদ্রোহীদের এলাকার মধ্য দিয়ে পাইপলাইন স্থাপন। এ বিকল্প প্রস্তাবগুলোর বিষয়ে আমাদের দেশের সংবাদমাধ্যমগুলো এবং বিবিসি কিছুদিন পরপরই আমার অভিমত জানতে চাইত। প্রত্যুত্তরে যথোপযুক্ত বিনয়ের সাথে আমি ধারাবাহিকভাবে একটি জবাবই দিয়ে গেছি আর তা হলো, ভারতের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল (Good luck to them.)।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের জনগণের অবগতির জন্যই এ ইতিহাস বর্ণনা প্রাসঙ্গিক ছিল। এবার বর্তমানে ফেরা যাক। দেশবাসীর কাছে ইতোমধ্যেই প্রতীয়মান হচ্ছে, অনেকটা যেন আকস্মিকভাবেই জরুরি সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকরা ত্রিদেশীয় গ্যাসলাইনের প্রতি অতি উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। মিয়ানমার সফর শেষ করে দেশে ফিরেই পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ঘোষণা করলেন, 'মিয়ানমার গ্যাস বিক্রি করতে রাজি হলে এবং ভারত তা কিনতে সম্মত হলে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ত্রিদেশীয় পাইপলাইন স্থাপন নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের আপত্তি নেই। আলোচনার মাধ্যমে আমরা সবচেয়ে বেশি লাভবান হওয়ার চেষ্টা করব, আমরা রাজস্ব পাব।' পররাষ্ট্র উপদেষ্টার এ আগ্রহ প্রকাশের পরপরই জ্বালানি উপদেষ্টা তপন চৌধুরীর বক্তব্য শুনে মনে হলো আঞ্চলিক পরাশক্তি ভারতকে খুশি করার জন্য সরকারের উপদেষ্টাদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। মি. চৌধুরী আরেক ধাপ এগিয়ে বললেন, 'আমাদের যেহেতু হারানোর কিছু নেই, এ কারণে কোনো রকম শর্ত ছাড়াই আমরা আলোচনায় বসার জন্য প্রস্তুত। পক্ষান্তরে ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করব।' বহুল আলোচিত গ্যাস পাইপলাইন সম্পর্কে দুই উপদেষ্টার বক্তব্যের কোনো প্রতিবাদ সরকারের কোনো পর্যায় থেকেই এখনো যেহেতু শোনা যায়নি, কাজেই ধারণা করছি যে, উল্লিখিত দু'জন উপদেষ্টা তাদের বক্তব্যে সামরিক বাহিনী সমর্থিত বর্তমান সরকারের সামগ্রিক নীতিরই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। বিষয়টি সত্য হলে এর চেয়ে পরিতাপের আর কিছু হতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এ নিবন্ধে উল্লেখিত দুই সরকারের মধ্যকার অস্বাক্ষরিত একটি দলিলের (Non Paper) অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও কোনো এক অজানা উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকরা প্রাথমিকভাবে স্বীকৃত সে কাগজটিকে আমলে নেয়ার কোনো প্রয়োজন আপাতদৃষ্টিতে অদ্যাবধি বোধ করেননি। উপদেষ্টাদ্বয়ের বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি থেকে তাদের চিন্তা-চেতনার যে রূপটি আমাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে, তা নিম্নে বিধৃত হলো :

১. ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপলাইন নির্মিত হলে বাংলাদেশের হারানোর কিছু নেই।

২. মিয়ানমার এবং ভারতের মধ্যে গ্যাস বিনিময় বিষয়ে বাংলাদেশের ভূমিকা অনেকটা দর্শকের মতো যদিও বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই আলোচ্য পাইপলাইনের একটি বৃহৎ অংশ স্থাপিত হবে।

৩. এ পাইপলাইন স্থাপিত হলে রাজস্ব বাবদ বাংলাদেশ প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে।

৪. গ্যাস পাইপলাইনবিষয়ক আলোচনার জন্য বাংলাদেশ তার স্বার্থ সংরক্ষণপূর্বক অবস্থান থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে এসে সব শর্ত প্রত্যাহারে সম্মত হয়েছে।

বর্তমান সরকারের বাংলাদেশের স্বার্থের প্রতি আপাত উদাসীনতার এ নীতিতে যেকোনো দেশপ্রেমিক বাংলাদেশীই যে একাধারে ব্যথিত এবং আতংকিত হবেন তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সরকারের দুই প্রভাবশালী উপদেষ্টার উপরোক্ত কুযুক্তিগুলো পর্যালোচনা করলে বৃহৎ প্রতিবেশীর ক্ষমতার কারণে ভীত এক প্রকার আত্মসমর্পণমূলক দুর্বল মানসিকতা দেশবাসীর কাছে প্রতিফলিত হবে বলেই ধারণা করছি।

www.pathagar.com

যেকোনো নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তর দিয়ে কোনো তৃতীয় দেশের গ্যাস সরবরাহ করার জন্য পাইপলাইন স্থাপনের সাথে আমাদের রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্ব অত্যন্ত গভীরভাবে জড়িত। অনেকেই হয়তো অবগত আছেন, রাশিয়া পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তাদের প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ করে। এ গ্যাস সরবরাহ নিয়ে ওই অঞ্চলের দেশগুলো কতবার পারস্পরিক বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে এবং কতগুলো সরকারের পতন হয়েছে এ তথ্যগুলো মাননীয় উপদেষ্টাদের নীতিনির্ধারণী বক্তব্য দেয়ার আগে জানা আবশ্যক। বর্তমান সময়ে অন্য একটি প্রস্তাবিত এবং আলোচিত ত্রিদেশীয় ইরান-পাকিস্তান-ভারত গ্যাস পাইপলাইন বিষয়ক চুক্তি সম্পাদন যে বিশ্বের একমাত্র মুরব্বি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তির কারণে করা যাচ্ছে না সে বিষয়টিও কি উপদেষ্টারা জ্ঞাত নন? আমার স্মরণে আছে যে, ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপলাইনের বিষয়ে চারদলীয় জোট সরকারের গৃহীত নীতির এবং দৃঢ় অবস্থানের প্রতি তখন সব নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞেরই সমর্থন ছিল। এখন সে সব বিশেষজ্ঞেরও নিরাপত্তাবিষয়ক দর্শনের পরিবর্তন হয়েছে কি না সে তথ্যটি অবশ্য আমাদের অজানা। বর্তমান বিশ্বের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি নিয়ে যারাই কিছুটা ওয়াকিবহাল থাকার চেষ্টা করেন তারা সবাই অবহিত আছেন যে, জ্বালানিই হচ্ছে বৃহৎ শক্তিবর্গের আজকের সব কৌশলের মূল অস্ত্র। জ্বালানি সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণে আমাদের বিদগ্ধ শাসকদের যেকোনো ভুল সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বকেই দুর্বল করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট – এটি যেন তারা কোনো অবস্থাতেই বিস্মৃত না হন। বৈদেশিক মুদ্রায় রাজস্ব আয়ের আশায় উদ্বেলিত উপদেষ্টাদের কাছে আমাদের সরল জিজ্ঞাসা হচ্ছে – রাজস্ব আয়ের এ সোনার হরিণের পরিমাণটি কত? আমাদের জানা মতে, পূর্ববর্তী প্রস্তাব অনুযায়ী ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপলাইনের জন্য বাংলাদেশ সঞ্চালন চার্জ বাবদ বছরে ১০০ থেকে ১২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান আকারের তুলনায় এ অংকটি একাধারে অকিঞ্চিতকর এবং অনুল্লেখ্য। উপদেষ্টাদের বিনয়ের সাথে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বর্তমান অর্থবছরে বাংলাদেশের রফতানি আয় এবং বিদেশে কর্মরত শ্রমজীবী মানুষের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ মহান আল্লাহ তায়ালার অপার করুণায় যথাক্রমে ১২ হাজার ৫০০ এবং ৬ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলার হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। শতকরা হিসাবে গ্যাস পাইপলাইন বাবদ প্রত্যাশিত রাজস্ব আয় হবে আমাদের বার্ষিক রফতানি আয়ের ১ শতাংশেরও কম। বিগত চারদলীয় জোট সরকার যে জনগণের ভোটে নির্বাচিত এবং জনগণের ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত একটি সরকার ছিল এ সত্যটি সম্ভবত তাদের চরমতম শত্রুর পক্ষেও অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব। সে সরকার রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থেই ভারতের কাছে গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্পের সাথে তিনটি অত্যন্ত যুক্তিসংগত শর্ত প্রদান করেছিল। প্রধান উপদেষ্টা বর্তমান সরকারকে সর্বদাই একটি সংবিধানসম্মত তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে দাবি করেন। সংবিধানের ৫৮ঘ অনুযায়ী এ প্রকার সরকারের কার্যাবলি নিম্নলিখিতভাবে সংবিধানে বিধৃত আছে :

'অনুচ্ছেদ ৫৮ঘ : নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলী ১) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসাবে ইহার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সহায়তায় উক্তরূপ সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন; এবং এইরূপ কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজন ব্যতীত কোনো নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না। ২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক

www.pathagar.com

সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ সাহায্য ও সহায়তার প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ সকল সম্ভাব্য সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করিবেন।'

আমাদের জানা মতে, বর্তমান উপদেষ্টামণ্ডলী যথেষ্ট জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত। এখন আপনারাই বলুন, জনগণের ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকারের দেশের স্বার্থে প্রদত্ত শর্তাবলি সংবিধানের কোন ধারাবলে এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রত্যাহারের ক্ষমতা রাখে? আমার সাধারণ জ্ঞানে এ জাতীয় দেশবিরোধী সিদ্ধান্ত কোনো জরুরি আইনের শক্তিতে কখনোই বৈধ করা সম্ভব হবে না। কারোরই বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, বাংলাদেশ ১৫ কোটি গর্বিত জনগোষ্ঠীর একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম দেশ। কাজেই মিয়ানমার, ভারত এবং বাংলাদেশের সমন্বয়ে যখন কোনো চুক্তিতে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়া চলমান থাকবে, সে রকম কোনো পরিস্থিতিতে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে সব আন্তর্জাতিক আইনেই আমাদের বাংলাদেশ সমঅধিকারের দাবিদার। বাংলাদেশের জনগণ কখনোই এ দেশকে দর্শকের ভূমিকা গ্রহণকারী তথাকথিত একটি ব্যানানা রিপাবলিকে পরিণত হতে দেবে না – এ আস্থা আমাদের প্রতিটি নাগরিকের রয়েছে বলেই আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বহুল আলোচিত মিয়ানমার-বাংলাদেশ-ভারত গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্পের সব দিক নির্মোহভাবে বিচার করলে এ সত্যটি সহজেই প্রতিষ্ঠিত হবে যে, এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে সর্বতোভাবে এবং সর্বাধিক লাভবান হবে আমাদের প্রতিবেশী ভারত। বিগত বছরগুলোতে ভারতে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে দেশে সর্বপ্রকার জ্বালানি চাহিদা অবিশ্বাস্য রকম বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতে জ্বালানির এ চাহিদা বৃদ্ধি চীনের সমতুল্য। কাজেই মিয়ানমারে আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস আহরণের জন্য চীন ভারতের সাথে সমানতালে পাল্লা দিয়ে চলেছে। এ নিবন্ধে আলোচিত ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্পে বিভিন্ন জটিলতার সুযোগ গ্রহণ করে চীন ইতোপূর্বে উল্লেখিত এ-ওয়ান ব্লক থেকে গ্যাস ক্রয়ের জন্য মিয়ানমারের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক ভারতকে এক প্রকার অন্ধকারে রেখেই দ্রুততার সাথে সই করে ফেলেছে। এ চুক্তি প্রসঙ্গে ভারতীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে মন্তব্য করেছেন, 'That agreement with China was perceived as a serious set back to our quest for energy security' (আমাদের জ্বালানি নিরাপত্তার লক্ষ্য অর্জনে চীনের সাথে ওই চুক্তি একটি বড় বাধা হিসেবেই বিবেচিত হবে)। ভারতীয় জ্বালানি কর্মকর্তার এ মন্তব্য থেকেই জ্বালানি বিষয়ে সে দেশের মরিয়া অবস্থার প্রমাণ মিলছে। আমাদের আরো উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, মিয়ানমারের জন্য চীন অথবা ভারত যেকোনো দেশেই গ্যাস বিক্রয়ে তাদের কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই অথবা সে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ারও তেমন কোনো আশংকা নেই।

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় মিয়ানমারের জ্বালানির জন্য বাংলাদেশের বৃহৎ দুই প্রতিবেশীর এ লড়াই কৌশলগত কারণেই আমাদের দেশের প্রকৃত স্বার্থরক্ষা করে দরকষাকষির একটি দুর্লভ সুযোগ তৈরি করেছে। গত চারদলীয় সরকার দুর্নীতি দমনে লজ্জাকর ব্যর্থতাসহ কিছু বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারলেও অন্তত দেশের জ্বালানি

www.pathagar.com

নিরাপত্তার স্বার্থটিকে সম্পূর্ণ দেশপ্রেমের সাথে সংরক্ষণ করেছে এবং ওই বিষয়ে কোনো প্রকার ছাড় প্রদান করেনি – এ দাবি দৃঢ়তার সাথেই করা যায়। আমার অত্যন্ত বিস্ময় জাগে জ্বালানি নিরাপত্তার মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে বর্তমান সরকার গত সরকারের নীতিনির্ধারকদের সাথে কোনো রকম আলাপ-আলোচনা ছাড়াই দেশের স্বার্থ বিসর্জন দেয়ার প্রক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন করে এনেছেন। অনভিজ্ঞতা এবং ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ এ দুই কারণের সমন্বয়েই সম্ভবত তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হচ্ছেন। সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সার্ক জ্বালানি মন্ত্রীদের সম্মেলনে যাওয়ার প্রাক্কালে সম্ভবত কোনো প্রাথমিক বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই বাংলাদেশের জ্বালানি উপদেষ্টা ভারতের অভ্যন্তর দিয়ে নেপাল ও ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির এক বায়বীয় প্রস্তাব করে আন্তর্জাতিক অংগনে বাংলাদেশকে যথেষ্ট হাস্যোস্পদ করেছেন। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী দিল্লীর বৈঠকে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট তিনটি দেশের কারো কাছ থেকেই ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। এখন আবার মিয়ানমার থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির নতুন এক পরিকল্পনার কথা বলা হচ্ছে। আশা করি, এবারকার প্রস্তাব অন্তত যথেষ্ট হোম ওয়ার্ক সম্পন্ন করে মিয়ানমার সরকারের সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা শেষ করেই উত্থাপন করা হয়েছে। চুন খেয়ে দ্বিতীয়বার মুখ পুড়লে লজ্জার আর সীমা থাকবে না। বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদে বিভিন্ন বিষয়ে এ জাতীয় সমন্বয়হীনতা এবং অনভিজ্ঞতার নিদর্শনে জনগণ ক্রমেই এ সরকারের সফলতার বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ যুক্তিসংগত কারণেই একটি দীর্ঘমেয়াদি, বহুমাত্রিক এবং বাস্তবসম্মত জ্বালানি কৌশলের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপলাইনের বিষয়ে সিদ্ধান্তের ভার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত, জনগণের ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত ভবিষ্যৎ সরকারের ওপর ন্যস্ত করাই সম্ভবত অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে। আর এ বিষয়ে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা বর্তমান সরকারের ওপর যদি থেকেই থাকে তাহলে সে সিদ্ধান্ত সব দেশপ্রেমিক শক্তি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে বিশদ আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করা হলেই কেবল জাতীয় নিরাপত্তা এবং দেশের সর্বাধিক স্বার্থরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব।

নয়াদিগন্ত, ০৬.০৬.০৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মাহমুদুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক জ্বালানি উপদেষ্টা এবং বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান। তিনি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউট থেকে এমবিএ ডিগ্রী লাভ করেন। এছাড়া সিরামিক প্রযুক্তিতে জাপান থেকে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। ২০০১ সালে সরকারি দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশের সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নতিকল্পে এবং জ্বালানি খাতে শৃংখলা ও সততা আনয়নে তিনি সফলতার সাথে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'জাতির পিতা, নার্সিসাস সিনড্রোম এবং অন্যান্য'। দেশের নানা বিষয়ে নিজস্ব ভাবনা ও বাস্তবতার আলোকে বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থটি রাজনীতি এবং সমাজ সচেতন মানুষের কাছে বেশ সমাদৃত হয়েছে।